কুমারীর পবিত্রতা

(চতুর্থ খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ, ১৪১০

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —
— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, রামাপুরা, বারাণসী-২২১০১০

চতুর্থ খণ্ডের নিবেদন

"কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থের জন্মকথা বিচিত্র। অসংখ্য কুমারীকে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার নানা অঞ্চল ভ্রমণ-কালে অসংখ্য উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশ দিয়াছেন ব্যক্তিগত কথোপকথনে, উপদেশ দিয়াছেন জনবহুল ভাষণ-মঞ্চে, উপদেশ দিয়াছেন অবিরাম পত্র-যোগে। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কত অঞ্চলের কত কুমারীকে যে তিনি পত্র দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যে কোনও কোনও পত্রের কার্ব্বণ-কপি করিয়া একযোগে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ জনের নিকটেও নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। ঐ সকল পত্রের মধ্যে কিছু কিছু পত্রের পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংরক্ষিত ছিল। তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়া "কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপিগুলি বহুপৃষ্ঠাব্যাপী। এক সঙ্গে সবগুলি ছাপাইয়া একটী মাত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিতে গেলে বহু-ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রেতার পক্ষেও ক্রয় করা সুকঠিন হইবে। এই জন্য, ক্রেতার পক্ষে সুলভ করিবার প্রয়োজনে গ্রন্থখানা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ-কালে অনুমান করা যাইতেছে যে, আরও তিন কি চারিটী খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ শেষ হইলে হইতে পারে।

দেশের নৈতিক বায়ুপরিমণ্ডলের গতি, প্রকৃতি ও তাপমাত্রা নিরন্তর অতি-দ্রুত-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। চক্ষুষ্মান

ব্যক্তিদেরও চখের সম্মুখে দারুন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান নীহারিকা-পুঞ্জের অবিরাম আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও আকস্মিক বিরুদ্ধ-ক্রিয়া-সমূহের মধ্যে বহু বিবেকবান্ স্থিরচেতা ব্যক্তিরও নিদারুণ মতিবিভ্রম ঘটিতেছে। কিন্তু আচার্য্য স্বরূপানন্দ বলিয়াছেন,— "নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই মানব-সমাজে সভ্যতার গোড়াপত্তন হইল এবং এই একটী ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়াই ভারত-প্রতিভা জগজ্জয়ী হইবে।"

সুতরাং "কুমারীর পবিত্রতা"র ন্যায় গ্রন্থ তাহার নিজ মহিমাতেই জনসমাজে সমাদৃত হইবে, এই কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি। ইতি—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

অযাচক আশ্রম নিবেদিকা
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০ **ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী**

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

কুমারীর পবিত্রতা ৪র্থ খণ্ড প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৭৮এ, দ্বিতীয় সংস্করণ কার্ত্তিক ১৩৮৫তে এবং তৃতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৯১তে প্রকাশিত হয়। ইহা তাহারই ৪র্থ সংস্করণ।
ইতি—১লা আষাঢ়, ১৪০১

অযাচক আশ্রম নিবেদিকা
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০ **সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী**

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

অভিনব “চরিত্রগঠন আন্দোলন”এর স্রষ্টা, নবযুগ প্রবর্ত্তক, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে ব্রহ্মগায়ত্রী ও মহাওঁকার মন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অভিক্ষু সন্ন্যাসী, মহাকর্ম্মযোগী, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব — ভক্তগণের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য অমৃতবাণী—

“নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ”

এই বাণীটির তাৎপর্য্য সুগভীর ও সর্ব্বকালবিস্তারী।

মাতৃজাতির সবলতা সমগ্র জাতিকে সুগঠিত ও সশক্ত করে। সেই মহাশক্তির প্রথম বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা কুমারী জীবনের পবিত্রতায় এবং এই পবিত্রতারূপী অমূল্য সম্পদকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি প্রদানের প্রকৃত সুযোগ নারীর কুমারী জীবনে। সুতরাং পৃথিবীর প্রতিটি কুমারী কন্যাকে তাহার কুমারী জীবনের গুরুত্ব এবং কুমারী জীবনে পরিপূর্ণ পবিত্রতার অনুশীলনের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেওয়া এক পরম কর্ত্তব্য।

পরামারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি এই পবিত্রতা অর্জনের ও পরিরক্ষণের স্পষ্ট, সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি স্নেহভরে দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহার সকলযুগের, সকলদেশের কুমারী কন্যাগণকে “কুমারীর পবিত্রতা” গ্রন্থে সঙ্কলিত তাঁহার লিখিত পত্রগুলির মাধ্যমে। এই পত্রগুলির মাধ্যমে বিশ্বপিতা পরমারাধ্য শ্রীশ্রী-বাবামণি তাঁহার অগণিত কুমারী সন্তানগণকে পাপের, ছলনার, কামনা-বাসনার, দুরভিসন্ধির এবং অজ্ঞতাজনিত পদস্খলনের

অন্ধকার হইতে আত্মরক্ষার সুনির্দ্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি বলিয়া দিয়াছেন। অমূল্য, অদ্বিতীয় এই গ্রন্থটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও দেশ-প্রদেশ নির্ব্বিশেষে প্রতিটি কুমারীর এবং কুমারী কন্যার অভিভাবকগণের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের অবশ্য পঠনীয়। পবিত্রতা রক্ষার সুদৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইয়া দিতে ও রক্ষা করিতে এই গ্রন্থটি এক অসাধারণ শক্তিপুঞ্জ।

যেই মানবজাতির নারীকুল যত পবিত্র, যত চরিত্রবতী, যত উচ্চচিন্তা পরায়ণা, যত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্না —সেই জাতি তত শক্তিশালী ও তত গৌরবান্বিত। জাতিগঠনে মাতৃশক্তির ভূমিকা অসাধারণ। মন্দির কাব্যগ্রন্থে নারীর মহীয়সীরূপ চিন্তনে শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়াছেন—

আসিবে সেদিন আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে।।

কত মহীয়সী মহিলার দল
পুরুষ জাতিরে বিতরিবে বল,
ভগবৎ-প্রেম-অমিয়ে সবারে
ভাসাবে, নিজেরা ভাসিবে।।

লালসা, কলুষ, নীচতা, হীনতা,
সকলি করিবে দূরিত,

উন্নত-শির মানব-জাতিতে
জগৎ করিবে পূরিত,
নব-সৃজনের হরষে সবারে
হাসাবে, নিজেরা হাসিবে।।

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান-গরিমায়
দিবে এ ধরণী ভরিয়া,
অতীতের শত ধ্বংসের মাঝে
নূতন পৃথিবী গড়িয়া।
যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন,
বাষ্পরাশিতে ক'রে দেবে লীন;
অশিব অদেব অসুন্দরেরে
চরণের ভারে ত্রাসিবে।।

জীর্ণ করিয়া মৃত্যু-গরল
অমৃতের হবে জননী,
বিশ্ব জুড়িয়া সন্তানদের
পীযূষে পূরিবে ধমনী,
চির-অনাময় করিয়া জীবন
আনন্দময় করিবে মরণ,
পতন-বিহীন মোহ-বিনাশন
স্নেহ দিয়া ভালবাসিবে।।

কুমারীর পবিত্রতা গ্রন্থে সঙ্কলিত পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির

লিখিত অমূল্য পত্রাবলী, জাতিগঠনের, জাতির চরিত্রগঠনের এবং দেবমানব-জাতি গঠনের অনুকূলে অতীব সশক্ত আয়ুধ।

সমগ্র মানব জাতিকে দেবমানবে পরিণত করিবার যে সুদৃঢ়, সুগভীর, সুদূরবিস্তারী সঙ্কল্প ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লইয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন —কুমার-কুমারী জীবনে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা তাহার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেকটি মানব সন্তানকে জীবনের প্রথম প্রভাতে পবিত্রতার অনুশীলনে অভ্যস্ত করিবার জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সহস্র সহস্র পত্র লিখিয়াছেন। সেই সকল পত্রেরই কিছু অংশ সংগৃহীত হইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে "কুমারীর পবিত্রতা" নামক গ্রন্থে। কুমারীর পবিত্রতা গ্রন্থের অমূল্য গ্রন্থগুলি ছয়টি খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সুকঠিন সংগ্রহ ও সঙ্কলন কার্য্যের জন্য আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির মানসকন্যা, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এক গৃহী তপস্বী ও তপস্বিনীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ-কারিণী, শ্রীগুরু চরণে নিবেদিত-প্রাণা, সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, আজীবন ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী, পরমাবিদুষী, অসাধারণ বক্তা ও লেখিকা, মহাসাধিকা ব্রহ্মচারিণী শ্রীশ্রীসাধনাদেবী'র নিকট চির কৃতজ্ঞ।

উক্ত সঙ্কলন কার্য্যটি সুসমাধা করিয়া তিনি "কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থের অনবদ্য নিবেদনটিও রচনা করিয়াছেন যাহার মধ্যে আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির বিশাল কর্ম্মযজ্ঞের, সুগভীর চিন্তাজগতের, সুউচ্চ আদর্শচিন্তার, অপরিসীম করুণার, সর্বত্রবিস্তারী স্নেহের এবং সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের ও পবিত্রতা বিধানের অপরূপ স্বপ্নের—সহিত পরিচিত হইবার

সুযোগ পাই।

শুধু গ্রন্থ মুদ্রণের দ্বারা এবং তাহার তথ্যপূর্ণ নিবেদন রচনার দ্বারাই নহে, নিজেও বহুপত্র লিখনের দ্বারা কিশোর কিশোরীগণকে উজ্জীবিত করিয়া এবং মানবজীবনে পবিত্রতার, ত্যাগের, সেবার, শ্রীগুরু নিষ্ঠার ও আদর্শ নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজের জীবনকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া তিনি সকলের সুগভীর শ্রদ্ধা, আস্থা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া আমরা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে আশান্বিতবোধ করিতেছি। এই গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। পঞ্চম সংস্করণে তিন হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইল।

ইতি — জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ বাংলা

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট
বারাণসী-২২১০১০

নিবেদক —
স্নেহময় ব্রহ্মচারী
সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী

> "শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মন
> সহজে প্রকাশ,
> শুদ্ধ মনে প্রভু মোর
> নিত্য করে বাস।"
> —শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ

Collection by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

ময়মনসিংহ
৮ই আশ্বিন, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,— *** তোমার চিন্তার ভিতরে যেন কোনও অস্পষ্টতা না থাকে, কোন ভুল না থাকে, কোন দ্বিধা কুণ্ঠা না থাকে। তোমাকে একা রাখিয়া আমি অহর্নিশ তোমার কথাই ভাবি। পুত্রই হউক, শিষ্যই হউক, কাহারও উপরেই তোমার দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া আমি এক মিনিটের জন্য নিশ্চিন্ত থাকি না। এই বিলাসিতার যুগে কোথাও মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। এই কপটতার যুগে কাহারও উপরে মানুষ নির্ভর করিতে পারে না। বহু দিনের ভাব-ভক্তি নিমেষের দুর্ব্বলতায় বিনষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে। বহু দিনের সদ্‌ভাবের অভিনয় নিমেষ-মধ্যে কদাচারে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। পাপ এবং অপরাধ জগৎকে এমন করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, যে কোনও কিছুই তার অসম্ভব নহে। আমি দেশের পর দেশ ঘুরিতেছি এবং

আধুনিক যুবক-যুবতীদের ভীষণ চরিত্র দেখিতেছি। গতকাল বিকালে এখানকার যুবকদের নিকটে আধুনিক যুবতীদের সম্বন্ধে যে সকল ভয়ঙ্কর বিবরণ জানিয়াছি, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। এমন কোনও সম্বন্ধ নাই, আধুনিক কালে যাহার অমর্য্যাদা না হইতেছে। মেয়েরা প্রাতে বিকালে যাহাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইতেছে, দুই চারি দিন সচ্চরিত্রতার অভিনয় করিয়া তাহাদের কাছেই সকল ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতেছে। বহুকাল লজ্জাশীলতার অভিনয় করিয়া সহসা একদিন ভীষণ ভাবে লজ্জাহীনা হইতেছে। বহুকাল আত্মদমনের সামর্থ্য দেখাইয়া সহসা একদিন আত্মসংযমের অসামর্থ্য প্রমাণ করিতেছে। বহুকাল সৎসাহসের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়া সহসা একদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অঙ্গুলী হেলনে অসমর্থতা দেখাইতেছে। বহুকাল চরিত্রের সাধনা করিয়া সহসা একদিন দুশ্চরিত্রা হইতেছে। বহুকাল নির্দ্দোষ ভাবে হাস্যপ্রমোদ করিয়া একদিন হাসিঠাট্টার সহিত মহাপাপকে মিশাইয়া লইতেছে। বহুকাল একজনের সঙ্গে পবিত্র ভাবে থাকিয়া সহসা পাপ-পঙ্কিল পথে পদার্পণ করিতেছে। সমাজের এই দুরবস্থা যেখানে প্রতিদিন দেখিতেছি, সেখানে আমি কোনও অবস্থাতেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে অধিকারী নহি। তোমার মন যতই পবিত্র থাকুক, তোমার সহিত যাহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেছে, তাহাদেরও মন সর্ব্বদাই পবিত্রই থাকিবে, এমন জিদের কথা তুমি কখনও বলিতে পার না। যৌবনের ধর্ম্মে

যুবকের মন কখনও চপল হইবে না, কখনও আবিল হইবে না, এমন কথা স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেবও বলিতে পারেন না। যত পবিত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ঘনিষ্ঠ হউক, যুবক সর্ব্বাবস্থাতেই যুবক, যুবতী সর্ব্বাবস্থাতেই যুবতী এবং অত্যন্ত সতর্কতার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা না চলিলে যুবকেরও ভ্রম হইতে পারে, যুবতীরও ভ্রম হইতে পারে। হয়ত কেহ আবাল্য সৎশিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে বলিয়া ভ্রমের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে কম হইতে পারে, কিন্তু আবাল্য যাহারা সৎশিক্ষা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে ভ্রমের সম্ভাবনা পদে পদে। তুমি আবাল্য-সুগঠিতজীবনা, এই জন্য তোমার সম্পর্কে আমার ডর-ভয় কম। কিন্তু তোমার বিশ্বাস-প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। সকলকেই তুমি বিশ্বাস কর। ইহা তোমার চরিত্রের সব চাইতে বড় দুর্ব্বলতা। অতি-বিশ্বাসের ভিতর দিয়াই জগতের সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। জানিয়া-শুনিয়া ভ্রম জগতে অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়াই অধিকাংশকে মৃত্যুযন্ত্রণার কবলিত হইতে হইয়াছে। এই জন্যই অতি-বিশ্বাস-প্রবণতা তোমাকে কমাইতে হইবে। স্নেহ করিও সন্তানের মতন, প্রীতি রাখিও বন্ধুর মতন, কিন্তু নিজের চরিত্রের মর্য্যাদা এবং সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখিও। কেবল মুখে মুখেই অক্ষুণ্ণ রাখিলে চলিবে না, মনপ্রাণ দিয়া নিজের চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। মন যার টলিয়াছে, তাহাকে নিরপরাধ বলা চলে না।

বন্ধুত্বের এবং ঘনিষ্ঠতার একটা মাদকতা আছে। প্রতিদিন

একই জনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইতে থাকিলে, একটী দিন তাহার সহিত দেখা না হইলে প্রাণ কাঁদে। ইহা মানবের স্বভাব। যদি দেখ, কাহারও জন্য প্রাণ কাঁদে, তবে বুঝিবে, ইহার সংসর্গ পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। যদি দেখ, একদিন তোমার যুবক-বন্ধুটীর সহিত দেখা না হইলে প্রাণে বাজে, তবে বুঝিবে, ইহার সংসর্গ পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। যদি দেখ, একদিন ইহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইতে না পারিলে, প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে, তবে বুঝিবে, ইহার সংসর্গ পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। যদি দেখ, চিত্তে উচ্ছ্বাস আসিতেছে এবং সেই উচ্ছ্বাস কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তবে বুঝিবে, ইহার সংসর্গ পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। যদি দেখ, ইহার সম্পর্কে কোনও একটী বিষয় অপরের নিকট গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, তবে জানিও, ইহার সংসর্গ পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। নাটকীয় অভিনয়ের মধ্য দিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না, দীর্ঘশ্বাস এবং চোখের জলে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, —পরিত্যাগ করিতে হইবে দৃঢ়তা সহকারে এবং লাভক্ষতির দিকে না তাকাইয়া। কাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ সময়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অনেক মেয়েই একথা বুঝিতে পারে। কিন্তু মনের বলের অভাবেই তদনুরূপ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাই অধিকাংশ বালিকার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। দুর্ব্বলতাই তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে।

নিজেকে মা কখনও দুর্ব্বল হইতে দিও না। নিজেকে কখনো অসতর্ক থাকিতে দিও না। আত্মপ্রবঞ্চনার চাইতে জগতে বড় পাপ কিছুই নাই।

যে সকল মেয়েকে যুবক-বন্ধুদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তাহাদের পক্ষেই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে সাহায্য আর্থিকও হইতে পারে, অন্যরূপও হইতে পারে। একজন আসিয়া পড়ার সময় পড়া শিখাইয়া দেন, ইহাও সাহায্য। একজন আসিয়া রোগের শুশ্রূষা করে, ইহাও সাহায্য। একজন আসিয়া বিপদের সময়ে বুক পাতিয়া দেন, ইহাও সাহায্য। মিথ্যা কৃতজ্ঞতাবোধে অনেক সময়ে এই সকল স্থলে কুমারী মেয়ে নিজের সম্ভ্রমের দৃঢ়তার প্রতি তাকাইতে পারে না। বন্ধু-প্রদত্ত সাহায্য তাহার আত্মমর্য্যাদার শক্তিকে যেন দুর্ব্বল, সঙ্কুচিত ও খর্ব্ব করিয়া দেয়। ইহা আমার একটা কল্পনারই কথা নহে। সহস্র ক্ষেত্রে ভ্রান্ত কৃতজ্ঞতা অনেকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, —তাই কুমারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ অকৃতজ্ঞতা সময়ে সময়ে একান্তই আবশ্যকীয়, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিও। ভ্রান্ত কৃতজ্ঞতা অনেক সময়ে তিলকে তাল করিয়া থাকে এবং বন্ধুর নিকটে কাচ পাইয়া বিনিময়ে কাঞ্চন বিকাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। অথচ তোমার পিতা এবং প্রতিপালক ইহার শতগুণ ত্যাগ-স্বীকার তোমার জন্য করিয়াছেন — ভ্রমান্ধ চক্ষু সেই সুবিশাল ত্যাগের চাইতেও যুবক-বন্ধুটীর সাময়িক তুচ্ছ ত্যাগ-স্বীকারকেই

অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে। মানব-চরিত্রে অনেক সময়ে এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়। তুমি ইহার উর্দ্ধে থাকিও।

গতকল্য এখানে একটী চমৎকার খবর শুনিয়াছি। সংবাদপত্রে নাকি সেই বিবরণ বাহির হইয়াছে। একটী যুবতী ছাত্রী-বন্ধু একটী যুবক ছাত্রবন্ধুর সহিত এখানকার সিনেমাহলে ছায়াচিত্র দেখিতে যায়। ছবি যখন দেখান হইতেছিল, তখন আলো পড়িতেছিল ছবির পরদায়, থিয়েটার হল ছিল অন্ধকার। যুবকটী কিছু অনুচিত ব্যবহার করে। মেয়েটী লোকলাজভয়ে ঘটনাস্থলে কোন প্রকার শাসন করিতে অক্ষম হইয়া নীরবে অপমান সহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। পরদিন ছেলেটীকে কৌশলে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া চাকর দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া মেয়েটী সহস্তে যুবককে আপদমস্তক জুতোপিটা করে এবং প্রায় আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। যুবকটী এভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরদিন হইতে গা-ঢাকা দিয়াছে। মেয়েটী যাহা করিয়াছে, তাহা অবশ্য উত্তমই হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুচিত আচরণের সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র ছেলেটির নহে। নিজের অতিরিক্ত স্বাধীনতা-লিপ্সা, অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা, অতিরিক্ত বিলাসলোলুপতা এবং অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দ্বারা নিজের অজ্ঞাতসারে মেয়েটী ছেলেটীর ভিতরের পশুটাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিতেছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে দায়িত্ব শুধু ছেলেটীর ঘাড়ে ফেলিলেই চলিবে না। আমি কি বলিতে চাহিতেছি, তাহা নিশ্চিতই বুঝিতেছ। অনেক স্থলে

নিরপরাধ পুরুষের চিত্তে অতি মাত্রায় অসতর্কা মেয়েদের সাবলীল আচরণে অবাঞ্ছনীয় চিন্তার জাগরণ হইয়া থাকে।

* * * * *

শুভাশীষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

জয় জগন্মাতা ঢাকা

১১ই আশ্বিন, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের—, *** ছেলেদের সম্পর্কে তোমার সমদর্শিতা থাকা আবশ্যক। এই বিষয়টীতেও তোমাকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে। ভগিনী ভাবিয়াই হউক আর মাতৃজ্ঞানেই হউক, যে সকল যুবক তোমার সন্নিহিত হইয়াছে, কাহারও সম্পর্কে মনের ভাবের বা বাহ্য ব্যবহারের কোনও তারতম্য ঘটিলে তাহা তোমার মত মেয়ের পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় হইবে না। যদি তোমার আচরণ ও চিত্তভাব এক এক জনের জন্য এক এক রকম হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার মহিমা হইতে আংশিক ভ্রষ্ট হইয়াছ বলিয়া মানুষের মনে হইবে। সকলের পক্ষেই পক্ষপাতিত্ব মস্ত বড় দোষ, —আবার রমণী জাতির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব অতিরিক্ত দোষ। অপক্ষপাত স্নেহ বিতরণে যিনি সর্ব্বদাই সমর্থা, তিনিই রমণী-মধ্যে রত্ন-স্বরূপিণী। *** নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র বুঝিয়া এক

একটী মেয়েকে অল্প বা অধিক সংখ্যক পুরুষের সহযোগে আসিতে হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে অনেক স্থলে ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সহযোগ যাহাতে তোমাকে পক্ষপাতিত্বের অনুযোগ দিতে না পারে, তার দিকে তোমার তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অনেক নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মেয়ে মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ শিরে বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

স্ত্রী-চরিত্র ও পুরুষ-চরিত্র উভয়ই সমান জটিল। যৌবনকালে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মনের গতি অপ্রমেয় অচিন্তনীয়। এই সত্য কথাটা জানিতেন বলিয়াই প্রাচীনেরা নরনারীর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অত আইন কানুন রচনা করিয়া ছিলেন। যুবক-যুবতীর অবাধ মিশ্রণ সম্বন্ধে শত বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ যুগে যুবক-যুবতীর মিশ্রণ সম্যক্ পরিহার করা সম্ভব হইবে না, অথচ মানব প্রকৃতি একই রহিয়াছে। তাই, অত সতর্কতার কথা, তাই অত সাবধানতার বাণী। সতর্কতার কথা লিখিলে কি তুমি রাগ কর মা? মানুষ মূল্যহীন বাজে জিনিষের জন্য কখনও সতর্ক হয় না। শূন্য সিন্দুকের চতুর্দ্দিকে কি কেহ বন্দুকধারী পাহারা রাখে? মূল্যবান্ জিনিষকে রক্ষা করিবার জন্যই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। তুমি কি মা ইহাতে বিরক্তি অনুভব কর? বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তুল্য পুরুষকেও মেয়েদের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে হঠাৎ বিপথে যাইতে দেখা গিয়াছে এবং বিপথচারী সেই পুরুষের কুটিল ষড়যন্ত্রে অনেক মেয়েকে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইয়াছে। প্রিয়জনের নিরুদ্বেগ অসতর্কতার ফলে অনেক ভালবাসার বস্তু এভাবে অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি

কি আমার এই উদ্বেগ ও সতর্কতার বাণীতে বিরক্ত হও?

তোমার চরিত্রে আমি তেজস্বিতা দেখিতে চাহি। অনুরোধে পড়িয়া উপহার গ্রহণ আর অনুরোধে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারান, এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প মাত্রই আছে। ক্ষুদ্র অবস্থায় অপরাধকে অপরাধের মত দেখা যায় না। গায়ে পড়িয়া তোমার অভিভাবক সাজিয়া শ্রীযুক্ত দ্ব— যে ক্ষুদ্র উপহারটী তোমাকে দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে কোনও শুভবুদ্ধি ছিল না। কুযুক্তি দ্বারা তোমাকে কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। একবার একটা ক্ষুদ্র জিনিস গ্রহণ করাইতে পারিলে ক্রমশঃ বড়টার দিকে টানিয়া নেওয়া সম্ভব হইয়া থাকে, জগতের সকল কুচক্রী একথা জানে। গোড়া হইতেই ভদ্রলোকটীকে আমার ভাল লাগে নাই। তাতে আবার যখন সব বিষয়েই কিছু অতিরিক্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন সবই যেন গোলমেলে বোধ হইতে লাগিল। দুষ্ট লোক অল্প অল্প করিয়াই ঘনিষ্ঠতা জমায় এবং অতি সন্তর্পণে একটু একটু করিয়াই অগ্রসর হয়। তাহাদের ঐ সন্তর্পিত অগ্রগতি বুদ্ধিমানেরাও অনেক সময়ে ধরিতে পারেন না, আর সরলা অবোধা কচি বালিকার ত' কথাই নাই। অধিকাংশ তরুণীরা বুদ্ধিমান্ শয়তানের ক্রমশঃ-ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির চেষ্টাকে মন্দ বলিয়া কল্পনাও করিয়া উঠিতে সমর্থা হয় না।

যেখানে উদ্দেশ্যের মধ্যে মন্দ কিছু নাই, সেখানেও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একটা সীমার শাসন রাখিবার একাগ্র চেষ্টা না থাকিলে, যাহা কেহ কখনও কল্পনা করে নাই, তাহা ঘটিয়া পড়িতে পারে।

এইরূপ অহরহ ঘটিতেছেও। গোড়ায় হয়ত মন্দ উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বাড়িতে বাড়িতে কেবল বাড়িয়াই চলিল। কোথা হইতে ঘনিষ্ঠতা কোথায় টানিয়া নিয়া যাইতেছে, সেই দিকে লক্ষ্য দিবার অবসরটুকুও মিলিল না, ট্রেন যে কত মাইল গতিতে ছুটিয়াছে, গতি আর একটু কমান দরকার কিনা, ঘনিষ্ঠতার গতি অবাধ ভাবে বাড়িতে বাড়িতে শেষে দুর্ঘটনাই ঘটাইয়া দিবে কিনা,— এই বিষয়ে চিন্তা করিবার অবকাশটুকুও পাওয়া গেল না। কিন্তু অবাধ গতিতে ট্রেন চলিতে চলিতে শেষে যখন ট্রেন-চালকের শাসনের অতীত গতিতে ছোটে, তখন লাইন-চ্যুত হয় এবং আরোহীদের প্রাণহানি ঘটায়। এইরূপ বিপজ্জনক ঘটনা অতিরিক্ত-ঘনিষ্ঠতা-প্রিয়া যুবতী জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

যুবতীদের সহিত যুবকদের নিরন্তর ঘনিষ্ঠতার ফলে একের উপর অপরের একটা অধিকারের দাবী জন্মিয়া যায়। যাহাকে প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী হইতে দিয়াছ, একদিন প্রয়োজনবশে তাহাকে একটু দূরে রাখিতে চাহিলে সে তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া মনে করে। যাহাকে প্রত্যহ নিকটতম আত্মীয়ের ন্যায় আদর করিয়াছে, একদিন প্রয়োজন-বশে তাহার সহিত একটু দূরবর্ত্তী পরিচিতের মত ব্যবহার করিতে গেলে সে তার ন্যায্য দাবীর উপরে অন্যায় হস্তক্ষেপ হইল বলিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। নিত্য ঘনিষ্ঠতার ইহাই প্রকৃতি, ইহাই পরিণতি। এই অধিকার-বোধ এবং দাবী ক্রমশঃ অন্যায় ভাবে তোমার উপরে অপরের অলক্ষিত নৈতিক প্রভুত্বকে স্থাপন করিতে চাহিতে পারে। একদিন তুমি একটু দৃঢ়

হইলে হয়ত সে ক্রুদ্ধ হইবে, নতুবা সে ক্ষুব্ধ হইবে। একদিন তুমি একটু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে হয়ত সে বেদনার তপ্তশ্বাস ফেলিবে, নতুবা কাঁদিবে। ঘনিষ্ঠতার দাবী তাহার তপ্তশ্বাসকে তোমার পক্ষে অসহনীয় করিবে, তাহার অশ্রুজলকে তোমার পক্ষে অলঙ্ঘনীয় করিবে, তাহার মনঃক্ষুণ্ণতাকে তোমার পক্ষে বেদনাদায়ক করিবে, তোমার ব্যক্তিগত চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে, তোমাকে নত করিবে। —এইরূপ অবস্থা রমণী-জীবনে অতীব ভয়ঙ্কর।

যাহার সহিত তোমার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা নাই, তোমার উপরে তাহার কখনও কোনও অতিরিক্ত দাবী জন্মিতে পারে না। ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়াই পুরুষেরা রমণীদের বাহু, বক্ষ ও ক্রোড়ের উপরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রলুব্ধ হয় এবং প্রথমতঃ নির্দ্দোষ প্রীতি ও নিরপরাধ ভালবাসার অভিনয়ের মধ্য দিয়া বাহু-বক্ষাদি স্পর্শ করিবার সুযোগগুলি সৃষ্টি করিয়া নিয়া তারপরে বাহু ও বক্ষের উপরে পাপ ও অপরাধকে স্থান দিবার চেষ্টা করে। চরিত্রবতী রমণীর সম্পর্কে পুরুষদের যে পাপ, তাহা চিরকাল এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে।

রমণী-জাতি সম্পর্কে পবিত্র ভাব রক্ষার উপায় স্বরূপে আমি যুবক মাত্রকেই উপদেশ দেই, স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের সাধনা করিবার জন্য। মাতৃভাবের সাধনা করিয়া চিরকাল জগতে অসংখ্য যুবক মুক্তপাপ, মুক্তকাম ও মুক্তলালস হইয়াছে। কিন্তু জগতে অনেকে মাতৃভাবকে সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করে নাই এবং যাকে মা ডাকিয়াছে, তার প্রতি প্রীতি—ভালবাসার আধিক্য

দেখাইতে গিয়া শেষে মনের মধ্যে পাপ-লালসার নরকানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। মা বলিয়া ডাকিব, মা বলিয়াই ভাবিব, অন্য ভাবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিন্তা করিব না, —ইহাই হইল স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের মূল কথা। কিন্তু মাতৃভাবে কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইলেই যে একেবারে ''মা-মা'' বলিয়া পাগল হইতে হইবে, মায়ের প্রতি সন্তানভাব দেখাইতে যাইয়া পান হইতে চুণটুকু খসিলেই হা-হতোঽস্মি করিয়া ধরণীতে পতিত হইতে হইবে, একটুখানি আদরের অভাব বা ঘনিষ্ঠতায় অপ্রবৃত্তি দেখিলেই কাঁদিয়া বন্যার সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা ত' নহে! প্রকৃত মাতৃভাবের মধ্যে এই সব অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নাই। যাহারা পরের মেয়েকে মা ডাকিয়া তারপরে মাতৃভাবের আচরণে বড় বাড়া-বাড়ি আরম্ভ করে, আমি বহু স্থলে খোঁজ নিয়া জানিয়াছি, এই সব ছেলেদের নিজের মায়ের প্রতি তেমন একটা গভীর প্রেম, ভক্তি বা দরদ নাই এবং অপরের যুবতী কন্যাকে বা যুবতী বধূকে মা ডাকিবার সময়েই ইহারা যত হা-হুতাশ ও তপ্তশ্বাস প্রভৃতির আমদানী করিয়া থাকে। এই পাতান মায়ের জন্য তাহারা যথেষ্ট শারীরিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাতে কুণ্ঠা বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না এবং তাহাদের এই ভক্তি-প্রীতি প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই লোকে মনে করিয়া থাকে। কেননা, ত্যাগের সম্মান সর্ব্বত্র, —তাহা শারীরিক ত্যাগই হউক, আর আর্থিক ত্যাগই হউক। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মায়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে অক্ষম, সে যদি অপরের মেয়ের জন্য ত্যাগের বেলায় দাতা-কর্ণকেও হারাইয়া দিতে চাহে, তাহা হইলে

পরকন্যাতে তার যে মাতৃভাব, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে যে কি বস্তু, তাহা বুঝিবার জন্য একটু কালপ্রতীক্ষাই মাত্র আবশ্যক হয়। গর্ভধারিণী মায়ের উপরে সন্তান যে আবদার করে না, পাতানো মায়ের উপরে যখন সেই সব আবদার আরম্ভ হয়, তখনই ধরা পড়ে যে, মাতৃভাবের নাম করিয়া অন্য কিছু অবাঞ্ছনীয় ভাবই আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইব। একটী যৌবন-প্রাপ্ত ছেলে নিশ্চিতই তাহার মায়ের কোলে বসিবার আবদার করে না। কিন্তু ত্রিপুরার একটী যৌবনাতিক্রান্ত-প্রায় পূর্ণ-বয়স্ক ছেলে তার অল্পবয়স্কা পাতান মায়ের কোলে বসিবার আবদার করিয়াছিল বলিয়া আমি জানি এবং এই আবদার রক্ষিত না হাওয়াতে পাতান মাকে স্নেহহীনা বলিয়া অনুযোগ দিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনাহার অনিদ্রা করিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা প্রকৃত মাতৃভাব নহে। একটী যৌবন-প্রাপ্ত ছেলেকে তার উপবিষ্টা মায়ের ক্রোড়দেশে মাথা রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুনিয়ার লক্ষ্যহীন বাজে কথার আলোচনা করিতে সম্ভবত প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু চট্টগ্রামের একটী পূর্ণবয়স্ক ছেলে তার চেয়ে অল্পতর-বয়স্কা পাতান মায়ের কোলে মাথাটা রাখিয়া দুই চারি ঘণ্টা সংসারের মূল্যহীন বাজে কথায় কাল কাটাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে গিয়া আক্ষেপগ্রস্ত বিকাররোগীর মতন হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়াছিল। ইহাও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। একটী পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিকে নিজ জননীর বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইবার দাবী করিতে দেখা যায় না।

ত'—র বাড়ীর সাধু-ফকীরকে কিন্তু তার পাতান পাগলী মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইবার দাবী করিতে দেখা গিয়াছিল এবং মাতৃভাবের দোহাই দিয়া সে পাগলী মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া তবে ছাড়িয়াছিল। ইহা যথার্থ মাতৃভাব নহে। কিশোরগঞ্জের একটী প্রাপ্ত-যৌবন ছেলে তার অল্প বয়স্কা পাতান মায়ের নিকট বায়না ধরিল, তাকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। পাতান মা ইহা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল। রাগে ও অভিমানে পাতান ছেলে তিন দিন না খাইয়া রহিল। এইরূপ অস্বাভাবিকতা কখনও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। একটী প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ন্যায় তার দণ্ডায়মানা জননীর কণ্ঠে বাহুবেষ্টন করিয়া মাতৃবক্ষের স্নেহাস্বাদ নিজ বক্ষস্পন্দনে পাইবার জন্য চেষ্টা করে না। কিন্তু শ্রীহট্টের একটী যুবক তার পাতান মায়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিবার বায়না ধরিয়াছিল এবং তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়াতে বিষ খাইয়া মরিবার ভয় দেখাইয়াছিল। ইহা প্রকৃত মাতৃভাব নহে। নোয়াখালীর একটী প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে তার পাতান মায়ের নিকট আবদার করিয়া বসিল যে, ছেলেকে চুমো খাইয়া মায়ের আদর দেখাইতে হইবে। ইহাও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। বরিশালের একটী যুবক তার পাতান মায়ের সহিত দিবারাত্রি গল্প-গুজবের অবাধ অধিকার চাহিয়াছিল, পাতান মা তাহা দেন নাই বলিয়া সে কত চখের জলই ফেলিল আর কত নাকের জলই ঝাড়িল এবং পরিশেষে নদীতে ডুবিয়া মরিবে বলিয়া পাতান মাকে শাসন করিতে চাহিল। ইহা প্রকৃত মাতৃভাব নহে। ময়মনসিংহের একটী যৌবন-প্রাপ্ত ছেলে তার পাতান মাকে

নিয়া রোজ থিয়েটার-হলে ছায়াচিত্র দেখিতে যাইত এবং একত্র বসিয়া শ্লীল ও অশ্লীল সকল প্রকার চিত্র দর্শন করিত। একদিন তার পাতান মা'টি তার সঙ্গে যাইতে না চাহিলে ক্ষোভে দুঃখে সে অধীর হইয়া পড়িত। ইহাও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। রংপুরের একটী ছেলে তার পাতান কুমারী মাকে নিয়া প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণ করিত এবং একদিন তার পাতান মা'টি ভ্রমণে বাহির হইতে দেরী করিলে সেই ব্যথা সে আর সহিতে পারিত না। ইহাও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। হাওড়ার একটী ছেলে তার সমপাঠিনী পাতান মাকে নিভৃতে ব্যায়াম ও ছোরাখেলা শিখাইত এবং একদিন তার মা ব্যায়াম কালে দেরী করিয়া আসিলে দুঃখে ও যন্ত্রণায় সাত পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা লিখিয়া তার প্রাণের বেদনা জানাইত। ইহাও প্রকৃত মাতৃভাব নহে। বরিশালের আর একটী ছেলে তার পাতান মাকে অঙ্ক শিখাইত, কলেজের পাঠ বলিয়া দিত এবং পাতান মায়ের পড়াশুনার দিক দিয়া উন্নতি কিছু হউক আর না হউক, মাকে প্রয়োজনের চেয়ে একটু দীর্ঘ সময় বসাইয়া না রাখিয়া সে ছাড়িত না। ইহাও কখনো প্রকৃত মাতৃভাব নহে। মাতৃভাব অতি মহান ভাব, অতি পুণ্যময় বস্তু, কিন্তু মাতৃভাবের ছলনায় নিজের গুপ্ত উদ্দেশ্যকে লুক্কায়িত করিয়া জগতে অনেকে অনেক কদর্য্য পাপানুষ্ঠানেরও চেষ্টা করিয়াছে। তাই অত সাবধানতার বাণী শ্রবণ করাইতেছি।

যাহারা মাতৃভাবের মধ্য দিয়া মেয়েদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করে, তাহারা সকলেই যে একটা মন্দ উদ্দেশ্য গোড়া হইতেই মনের ভিতরে পুষিয়া রাখে, তাহা নহে। অধিকাংশকেই অতি সরল ও

শুভ্র মন লইয়া রমণী মাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মাতৃ-সম্বোধনের ফলে যখন ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অবোধা বালিকা বা অসতর্কা যুবতী যখন ঘনিষ্ঠতার সীমা সম্বন্ধে ধারণা হারায় এবং প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতা নিষ্প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতাকে জন্ম দিতে চলে, সেই সময়ে যুবকের ওষ্ঠ মাতৃ-শব্দ উচ্চারণ করিলেও তার দুঃসাহসী মন অন্যবিধ চিন্তাকে স্থান দিতে প্রলুব্ধ হয়। পাতানো মা তাহার পাতানো ছেলের বাহিরের ব্যবহারে একটু আতিশয্য লক্ষ্য করিলেও তার মনের দুঃসাহসকে জানিতে পারে না বলিয়া নিজের অসতর্কতা দ্বারা পাতানো ছেলের প্রলুব্ধতা ও মোহকে অজ্ঞাতসারে কেবল ইন্ধনই যোগাইতে থাকে, শুধু প্রশ্রয়ই দিতে থাকে। আগে যতখানি ঘনিষ্ঠতা দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন আর তাহা উভয় পক্ষের একজনের চোখেও দোষের বলিয়া ঠেকে না এবং এই ভাবে পবিত্র মাতৃভাবের অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে। তাই আমি তোমাকে অত-সাবধানতার বাণী শুনাইতেছি।

জীব-কল্যাণ যাঁহাদের জীবনের ব্রত এবং চিরকৌমার্য্য যাঁহারা প্রতিপালনে সঙ্কল্পবতী, শত শত যুবক তাঁহাদিগকে মা বলিয়া ডাকিবে, মাতৃভাবের ভিতর দিয়া তাহাদের ঘনিষ্ঠ হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জীবসেবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে হয়ত শত সহস্র পুরুষের সম্পর্কে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আসিতে হইবে এবং তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও তাহার মহিমা তাঁহাদিগকে সকলের মাতৃস্থান দান করিবে। ভবিষ্যতে তুমিও হয়ত সেই সকল জগৎ-পূজ্যা মহীয়সী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম হইতে পার। কিন্তু

মাতৃভাবের মিথ্যা দোহাই দিয়া সন্তান ভাবের ছদ্ম-পরিচ্ছদ পরিয়া কাহারও পৈশাচিক নীচ ভাব নিজ উদ্দাম লীলা যেন প্রকট করিতে না পারে, তোমার সংযত বাক্য, তোমার সংযত দৃষ্টি, তোমার সংযত ব্যবহার, তোমার সংযত ঘনিষ্ঠতা তাহাদের মনের সকল অনধিকার-চর্চ্চাকে যেন শাসন করিতে পারে, সকল পঙ্কিলতাকে যেন হরণ করিতে পারে, তোমার সংযমে নিষ্ঠা তাহাদের সকল চপলতার সম্ভাবনাকে যেন নিষ্পেষণ করিয়া হত্যা করিতে পারে, তোমাকে প্রতিপদবিক্ষেপে চলিতে হইবে সেই ভাবে। আজিকার এই সুদীর্ঘ পত্রের মা ইহাই মর্ম্ম। তোমাকে নির্ব্বোধ ও অজ্ঞান আমি থাকিতে দিব না এবং নির্ব্বদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত ও অজ্ঞানতার দণ্ড তোমার ভোগ করিবার সুযোগ আমি রাখিব না। ইহাই আমার এই পত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

*** শুভাশীষ জানিও। আমরা কুশলে আছি। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

জয় গুরু ওঙ্কার **মীরপুর, ত্রিপুরা**
২০শে আশ্বিন, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, — *** ব্রহ্মচারিণী তপস্বিনীদিগকে আমি মানুষের ঔরসে জাতা ও মানবীর জঠর-প্রসূতা বলিয়া কখনও কল্পনা

করি না। জড় জগৎ তাঁহাদের জন্মভূমি নহে। ব্রহ্মের ঔরসেই তাঁহারা জাতা, ব্রহ্মের জরায়ু হইতেই তাঁহারা প্রসূতা এবং ব্রহ্মই তাঁহাদের জন্মভূমি।

কত জনেই তোমাকে মা বলিয়া ডাকে। আরও কত জনে ডাকিবে কিন্তু তুমি যদি ভুলিয়া যাও যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তাহা হইলে মাতৃভাবের অপব্যবহারের পথ খোলা থাকিবে। কাহারও স্নেহের আতিশয্যই যেন তোমাকে ভুলাইয়া দিতে না পারে যে তুমি কে। স্নেহে বা প্রীতিতে, ভয়ে বা শাসনে, কোনও অবস্থাতেই যাঁর ব্রতচ্যুতি ঘটে না, তাঁকেই বলি ব্রহ্মচারিণী। দান অথবা সেবা, কোনও কিছুই যাঁহার মনের দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া দাতার বা সেবকের উচ্ছ্বাসের অধীন করিতে পারে না, তাঁহাকেই বলি ব্রহ্মচারিণী। আমৃত্যু তুমি ব্রহ্মচারিণীই থাকিও, —অভিনয় যেন তোমাকে কখনো করিতে না হয়। অভিনয়ে লাগে চতুরতা, কিন্তু পবিত্রতায় লাগে দৃঢ়তা। দৃঢ় হও, তবেই তুমি প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী থাকিবে।

সহজে যাহাকে সৎপথে আকর্ষণ করা যায়, জীবন-গঠন কালে তুমি মাত্র তেমন মেয়ের জন্যই শ্রম করিতে পার। যাহাকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে গেলে তোমারই পথচ্যুতির সম্ভাবনা, আত্ম-গঠনের প্রথম উষায় তাহাকে বর্জ্জন করিবে। অগঠিত অবস্থায় কোনও পুরুষের জন্যই তুমি শ্রম করিতে পার না। নিজেকে যে গড়ে নাই, অপরকে গড়িবার অধিকার সে পায় না। নিজেকে যে যত শক্ত করিয়া গড়িয়াছে, বিরুদ্ধমুখী ব্যক্তিকে গড়িবার অধিকার সে তত পাইয়াছে। আগে নিজে শক্ত হও,

নিজে সবল হও। ** শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

ওঙ্কার গুরু **পরশুরাম, নোয়াখালী**
২৩শে আশ্বিন, ১৩৪২

কল্যাণকলিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, —*** মেয়েদিগকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া ঘরের কোণে আটক করিয়া রাখিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে, ইহাই আমার মত নহে। মেয়েদের পক্ষে খেলা-ধূলা, ভ্রমণ, স্থলবিশেষে পুরুষদের মধ্যে যাইয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য নিঃসঙ্কোচে সম্পাদন প্রভৃতির আবশ্যকতা আমি স্বীকার করি। কারণ, দেহকে বাঁধিয়া রাখিলেই কাহারো মনকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। মনকে শাসন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাই স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রকৃত সদুপায়। অবশ্য, অত্যন্ত দৈহিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার অপব্যবহার ঘটিয়া অগঠিতা তরুণী কিশোরীর মনকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া থাকে। তজ্জন্য আমি অত্যন্ত স্বাধীনতার বিরোধী এবং অগঠিত অবস্থায় স্বাধীনতার প্রতিবাদী। প্রগতির যুগ যতই অগ্রসর হউক, যাঁহারা মেয়েদের হিতকামনা করেন, তাঁহারা চিরকালই অতি-স্বাধীনতার বিরোধী থাকিবেন। জগতে একটা সময় ছিল, যখন মেয়েদের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ ছিল এবং অতি-স্বাধীনতার যাহা কুফল, তাহা

অবাধে ফলিত। কিন্তু অতি-স্বাধীনতার কুফল সমাজের দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং বন্ধন-রজ্জুকে শিথিল করিয়া দেয় বলিয়াই সমাজ-হিতৈষী মনীষিবৃন্দ এমন সকল বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল নরনারীর মিলনের মধ্যে অপবিত্রতার প্রবেশ-পথ যথাসাধ্য সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া। স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্বেষবশত সেই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। নারীজাতির পবিত্রতাই জাতীয় শক্তির মূল উৎস, ইহা বিবেচনা করিয়াই যাহাকিছু করা হইয়াছে। নারীজাতির পবিত্রতা পুরুষজাতির পবিত্রতাকে সাহায্য করে, নারীর পবিত্রতা তাহার গর্ভজাত সন্তানকে পবিত্রতার স্বাভাবিক সম্পদ দান করে। নারীই সমাজ-সৃষ্টির মূল উৎস। এই জন্যই নারীর পবিত্রতার উপরে শাস্ত্রকারদের কঠোর ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নারীদিগকে অত্যাচার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং পুরুষদিগকে উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্যের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবার আদেশও তাঁহারা দেন নাই। পুরুষকেও তাঁহারা সংযত হইতে বলিয়াছেন, নারীকেও বলিয়াছেন। নারীর উপরে সমাজস্থিতির গুরুত্ব অধিক বলিয়া নারীর পবিত্রতার প্রতি তাঁহারা লক্ষ্য দিতে চাহিয়াছেন বেশী। এই মাত্র। আধুনিক নারী-প্রগতির সাহিত্য পড়িয়া মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া না রহে, তারই জন্য এই কথা বলিলাম। *** আমি এক সময়ে স্ত্রীলোক দেখিতাম না। তার মানে এই নহে যে আমি স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলাম। তাহার মানে এই যে, আমি নিজ সংযমকে শক্ত করিয়া লইবার জন্য ঐরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তোমরা অনেকে

জান, আমাকে পরবর্তী কালে কত বড় অসম্ভব সব প্রলোভনের মুখে দিবারাত্র রহিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া সংযত থাকিতে হইয়াছে। আমার এই সংযমের শক্তি কিছুতেই আমি লাভ করিতে পারিতাম না, যদি এক সময়ে স্ত্রীজাতি বর্জ্জন করিয়া দূরে না থাকিতাম।

তোমারও যে সংযম-সম্বন্ধে আমি এত গভীর ভাবে বিশ্বাসী এবং তোমারও যে আশ্চর্য্য সংযমের পরিচয় অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অন্যতম কারণ, তোমার দ্বারা দীর্ঘকাল সযত্নে পুরুষ-সংসর্গ পরিত্যাগ। তোমার পিতা যদি বাল্যকাল অবধিই তোমাকে যক্ষের ধনের মত রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে এত দিনে কত পথে কত কুশিক্ষা ও কত কদাচার যে তোমার ভিতরে প্রবেশ করিত, তাহা বলা কঠিন। তোমার পবিত্রতাকে সদাজাগ্রত প্রহরা দিয়া যদি রক্ষা করা না হইত, তাহা হইলে এই যুগের মেয়ে হইয়া তুমি এত বয়স পর্যন্ত এবং এত লোকের সংস্পর্শে আসিবার পরে আত্মস্থা থাকিতে পারিতে না।

এই দুইটী ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইবে, নারী-পুরুষের মধ্যে অগঠিত অবস্থায় ব্যবধান-সৃষ্টির চেষ্টার মূলে প্রকৃত উদ্দেশ্য শাস্ত্রকারদের কি ছিল।

ভাল ছেলেরা কেবল ভাল মেয়েকেই পছন্দ করে এবং বন্ধু ভাবে গ্রহণ করে। মন্দ ছেলেরা ভালমন্দ সকল মেয়েকেই পছন্দ করে। কিন্তু তফাৎ এই যে, ভাল ছেলেরা মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকায় না, মেয়েদের লজ্জা বা সম্মানে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে

আঘাত করে না এবং কোনও মেয়েকে মন্দ বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে তাহাকে পরিহার করিয়া চলে। আর, মন্দ ছেলেরা, ভাল মেয়েই হউক আর মন্দ মেয়েই হউক, তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে কেবল সুযোগ খোঁজে, কখন তাহাকে একাকিনী পাইবে বা বাগে আনিবে। চেহারা দেখিয়া বা মুখের কথা শুনিয়া কাহাকেও ভাল ছেলে বা মন্দ ছেলে বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। অনেক মন্দ ছেলে দীর্ঘকাল ভাব গোপন করিয়া একটা অতর্কিত মুহূর্তে নিজের চূড়ান্ত নীচতার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছে। অনেক মন্দ ছেলে ভাল ছেলের ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল নিখুঁত অভিনয় করিয়া সরলা বালিকাকে বশ করিয়া মোহ ও প্রলোভনের জালে আটক করিবার পরে মুখের মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ইহা সত্য কথা বলিয়াই পুরুষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে তোমাদের উপরে এত বিধি ও এত নিষেধ রচিত হইয়াছে। এই বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য তোমাদের উপরে অত্যাচার করা নয় মা।

যৌবনের বিকাশ-কালে মেয়েরা কোন্ কারণে যে কোন্ বিপদে পড়িতে পারে, তাহা অনেক মেয়ে জানে না, অনেক মেয়ে বোঝে না যৌবনের উন্মেষ-কালে যে উৎসাহ উদ্দীপনা মেয়েদের দেহে মনে প্রকাশ পায়, তাহার ফলে ধীর-ভাবে ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি অনেক মেয়ের লোপ পাইয়া থাকে। নিজেদিগকে তাহারা সবলা মনে করিয়া থাকে, কিন্তু চতুর পুরুষের হাতে পড়িলে যৌবনের উন্মাদনা কোথায় যে তাহাদিগকে নিয়া ঠেলিয়া ফেলিবে, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। এই হিসাবে

এই বয়সে মেয়েরা বড়ই দুর্ব্বলা, বড়ই অসহায়া। এইখানেই সতর্কতার আবশ্যকতা। সতর্কতার অভাবে কত যে ভরা নৌকা অতলে ডুবিয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? *** শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। আমরা কুশলে আমি। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিও। ইতি —

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

শ্রীগুরুহরি

গোপালপুর, নোয়াখালী
৩০শে আশ্বিন, ১৩৪২

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, *** তোমার মত বয়সে ছেলেদের মনে মেয়েদিগকে ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, মেয়েদের মনে ছেলেদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। সমস্ত মেয়েদিগকে নয় বা সমস্ত ছেলেদিগকে নয়, বাছিয়া লইয়া একটি মেয়েকে বা একটি ছেলেকে একটু বিশেষ ভাবে ভালবাসিবার জন্য একটা দুরন্ত তাড়না মনের ভিতরে জাগে। এই বয়স আসিলেই স্বভাবের প্রেরণায় ছেলেরা একটি মানসী প্রতিমা খুঁজিয়া লইতে চাহে, মেয়েরা একটি প্রাণ-প্রিয়তমের অনুসন্ধান করে। ঠিক এই বয়সটাকেই আমি জীবনের অতি বিষম সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত বলিয়া

মনে করি। এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে যাহারা অলস কল্পনায় অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে।

যতক্ষণ দিব্য প্রেম, দিব্য আনন্দ, দিব্য জ্ঞানের না আস্বাদন ঘটে, ততক্ষণ ভালবাসা-মূলক চিন্তাগুলি অজ্ঞাতসারে চিত্তে বিষম বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া থাকে। কুমারীর সুকুমার বয়সের ভিতরে এতটা তপঃসাধনার অবকাশ ঘটে না, যার ফলে এই তরুণ কৈশোরেই সে স্বর্গীয় প্রেমমাধুরিমার আস্বাদন লাভ করিয়া ভয়হীনা হইতে পারে। তাই তাহাকে লৌকিক প্রেমের অলস কল্পনা হইতে প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। বিবাহিত তরুণ-তরুণীদের জীবনের মধ্যে কৌতুহলী দৃষ্টি সঞ্চালনের দ্বারাই প্রথমতঃ কুমারীর মনে লৌকিক প্রেমের নানা প্রকার অলস কল্পনার উন্মেষ হয়। এই জন্যই কুমারী মেয়ের পক্ষে বিবাহিতা তরুণীদের জীবনের গুপ্তকথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। বিবাহিতা তরুণীরা যদি নিজ নিজ দাম্পত্য জীবনের লালসা-পূর্ণ ছবিগুলি কথার মধ্য দিয়া কোনও কুমারী মেয়ের মনে আঁকিবার প্রয়াস পায়, তবে কুমারী মেয়ের কর্ত্তব্য সেই তরুণী সধবাকে ভৎর্সনা দ্বারা নিরস্ত করিয়া দেওয়া। চট্টগ্রামের বিবাহিতা চতুরা মেয়ে যখন তোমাকে ধাত্রীবিদ্যার পুস্তক দেখাইবার ছল করিয়া কতগুলি লালসার উদ্দীপক ছবি দেখাইয়াছিল, তখন তুমি তাহার প্রতি শাসন-সূচক যে ব্যবহার করিয়াছিলে, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। *** কুমারী মাত্র সম্পর্কেই এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সধবা রমণীদের নিকট

হইতে রতি-বিলাস-সূচক সংবাদ সংগ্রহ করা তাহাদের উচিত নয়।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সমাজ-মধ্যে বিবাহিত তরুণ-তরুণীরা নিজ নিজ বাহ্য আচরণে একটা শোভনতা সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। যে সব তরুণ-তরুণী বিবাহিত নয়, অথচ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত, তাহারাও বাহ্য আচরণে সমাজ-মধ্যে কোনও অশোভনতা বহন করে না। সুতরাং এইদিক দিয়াও কুমারী মেয়েদের মন বিষাক্ত হইবার বিপদ তত বেশী নাই। কিন্তু প্রকৃত বিপদ হইতেছে ছায়াচিত্রে আর উপন্যাসে। আধুনিক ছায়াচিত্র ও উপন্যাস মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তিরই ইন্ধন দিবার চেষ্টা করিতেছে। নরনারীর প্রেমলীলাকে এই দুই জিনিষে এত প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে যে, ছায়াচিত্রের দর্শক ও উপন্যাসের পাঠকেরা রতি-বিলাস ব্যতীত আর কিছুতেই মানুষের সুখ সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনুমান করিতে রুচিহীন ও অসমর্থ হইয়া যায়। এই দুইটি জিনিষ হইতে কুমারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা নিজ নিজ কুমারী কন্যাদিগকে এই দুই চিত্তোন্মাদকারী ব্যসনাসক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না, তাহারা নিজ নিজ কুমারী কন্যার মনকে মিথ্যা ভালবাসার অলস কল্পনা হইতে কিছুতেই মুক্ত রাখিতে পারিবেন না। এই জন্যই আমি তোমার উপন্যাস পাঠের বিরোধী, এই জন্যই আমি তোমার সিনেমা যাওয়ার বিরোধী। অনেকের কুমারী মেয়ে উপন্যাস পাঠ করে, ইহা সত্য। অনেকের কুমারী মেয়ে অহরহ সিনেমাতে যাইয়া

থাকে, ইহাও সত্য। কিন্তু এই সকল মেয়ের পিতামাতা মেয়েদের নিকট হইতে মহৎ কিছু, বৃহৎ কিছু, জগতের মঙ্গলকর কিছু প্রত্যাশা করে না। মেয়ে পালিতে হয়, তাই তাঁরা পালিতেছেন, পড়াইতে হয়, তাই তাঁরা পড়াইতেছেন, বিবাহ দিতে হয়, তাই তাঁরা বিবাহ দিতেছেন। গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় তাঁহারা চলিয়াছেন। একটা অধঃপতিত জাতির অভ্যুদয়ের চিন্তার সহিত তাঁহাদের কোন যোগ নাই, একটা অবনত দেশের পুনরুন্নতির চেষ্টার সহিত তাঁহাদিগের সম্পর্ক নাই। তুমি সেইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন, লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন পরবুদ্ধি-পরিচালিত পুত্তলিকাবৎ পরনির্ভর ব্যক্তির কন্যা নহ।

দেশের উপন্যাস-লেখক তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিকেরা বিবাহের পূর্ব্বেই রমণীর মনে ভালবাসা জাগাইয়া তুলিবার জন্য কলমের আঁচড় কাটিতেছেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইবে না। কতকগুলি বুদ্ধিমতী কুমারী বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই এই সকল উপন্যাস পড়িয়া নিজেদের চরিত্র-মহিমার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিবেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিবার পরে মনকে বিবেক-দংশন হইতে বাঁচাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় স্বকৃত কদাচারকে সমর্থন করিয়া রমণীর সতীত্ব যে কিছু নয়, প্রাচীন একটা বর্ব্বরসুলভ কু-সংস্কার মাত্র, এই কথা প্রচারও করিবেন। কিন্তু তথাপি যে দুই একটি মেয়ে কুমারী-জীবনে পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করিয়া রাখিবেন, তাঁহারাই নিজ নিজ জীবনের মাধুর্য্যের

মধ্য দিয়া এই সীতা-সাবিত্রীর দেশের রমণীগণের পূজার্হতা রক্ষা করিবেন। আমি লক্ষ লক্ষ বিপথচারিণীকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না, যদি পাঁচটী মাত্র সুপথচারিণীকে সংঘবদ্ধ করিতে পারি। ভালবাসার অলস কল্পনা করিও না। নিজের সমস্ত মনটাকে ভবিষ্যৎ ভারতের বিরাট মহিমার নির্ম্মাণে নিয়োজিত কর। যৌবনকে শক্তিক্ষয়কর বিলাস-প্রমোদে না আসক্ত করিয়া, আসক্ত কর একদা জগদ্বিস্ময়কর গৌরবময় ভারতেতিহাস রচনায়।

অলস কল্পনা মনকে দুর্ব্বল করে, চরিত্রকে শিথিল করে, সতর্কতাকে মন্দীভূত করে। ভালবাসার চিত্রগুলিকে মনের ভিতর যত বেশী আনাগোনা করিতে দিবে, প্রলোভনের মুখে নিজের চরিত্র বাঁচাইবার ক্ষমতা তোমার তত কমিবে। আমার পরিচিত একটী লোভী পুরোহিত লক্ষীপূজার দিন পূজা করিতে বসিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতসারে কয়েকটি নারিকেল নাড়ু মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া যজমানের সমক্ষে বিশেষ ভাবে অপদস্থ হইয়াছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। সে পূজায় বসিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে নাড়ুভক্ষণের চিত্র অঙ্কন করিতেছিল। বারংবার নাড়ু-ভক্ষণের চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তা একটী অনর্থ-সম্পাদিকা শক্তিতে পরিণত হইল, এবং নাড়ু যখন নাগালের মধ্যে আসিল, তখন হাত-পা-চোখ-মুখ-নাক-কান সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই অবৈধ চিন্তাটির তীব্র আদেশকে অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তাহা পালন করিল। অনেক ক্ষেত্রে খুব ভাল লোককেও চুরী করিতে দেখা যায়। ঐ সকল

চুরীর কারণ, মনে মনে দীর্ঘকাল লোভ-মূলক চিন্তার চর্চ্চা করা। অনেক ক্ষেত্রে খুব সচ্চরিত্র ব্যক্তিকেও হঠাৎ একটি স্ত্রীলোকের উপরে পাশবিক আক্রমণ করিতে দেখা যায়। তাহারও কারণ দীর্ঘকাল মনে মনে গোপনে পাশবিক সুখের চিত্র অঙ্কন। অনেক সৎস্বভাবা ভাল মেয়েকে কখনও কখনও হঠাৎ উপযাচিকা হইয়া কোনও পুরুষের চরিত্রনাশের চেষ্টা করিতে শোনা গিয়াছে। ইহার কারণও, মনে মনে দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশবিক সুখের চিন্তন। বাহিরের ব্যবহারের সংযম সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করিয়াও মনে মনে যদি কেহ কোন অসংযত চিন্তা দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই চিন্তা ক্রমশঃ এমন একটা শক্তিতে পরিণত হয়, যাহার বিক্রম আর শেষে বিচার-বিবেকের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। এই জন্যই তোমাদের বয়সে মনের মধ্যে একটাও বাজে ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হইতে দিতে আমি সম্মত নহি।

দীর্ঘকাল একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকারের চিন্তার ফলে মস্তিষ্কের গঠন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অবিরাম চিন্তা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তাহার ফলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এক প্রকার তন্তুর সৃষ্টি হইয়া যায়। যে জাতীয় চিন্তার ফলে তন্তুটি উৎপাদিত হইয়াছে, এই তন্তুটির দ্বারা সেই জাতীয় কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কার্য্য করিবার সুযোগ হওয়া মাত্র মস্তিষ্কের ঐ তন্তুটি এমন একটা প্রেরণা সৃষ্টি করে যে, তখন আর ইচ্ছা করিলে সহজে নিজেকে ঐ কার্য্যের অনুধ্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখা যায় না। দীর্ঘকালব্যাপী বিরুদ্ধচিন্তার দ্বারা

মস্তিষ্কের ঐ তন্তুটিকে ধ্বংস করিতে না পারা পর্য্যন্ত আর নিজেকে প্রলোভনের মুহূর্তে সংযত রাখার উপায় নাই। এই জনাই ভালবাসা-মূলক চিন্তাকে তোমাদের বয়সের মেয়েদের মনে জাগিতে দিতে আমি ইচ্ছুক নহি, এবং কুমারীর মনকে সর্ব্বপ্রকার প্রেমসোহাগ মূলক চিন্তা হইতে প্রমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই ধীরে ধীরে প্রাচীন কালের যৌবন-বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া বাল্য বিবাহের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু আধুনিক কালে বাল্য বিবাহের কোন সমর্থন চলিতে পারে না। তাই কুমারীকে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মদমনের ও আত্মসংযমের শক্তি প্রদান করাই এই যুগের প্রধানতম সমস্যা। এই বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিছুই ভাবেন নাই, বা ভাবিলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। একদল লোক কুমারীর পবিত্রতার প্রতি অনুরক্তি-হেতু বাল্য-বিবাহ সমর্থন করিতেছেন, অপর দল লোক যৌবন-বিবাহের প্রতি অনুরক্তিহেতু কুমারীর-জীবনে পবিত্রতার আবশ্যকতার প্রতি ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেছেন। উভয় মতের একটা মঙ্গলময় সামঞ্জস্য আমি আমার অনুভূতিতে পাইয়াছি। কুমারীদিগকে প্রাপ্তযৌবনাও করিতে হইবে, অপবিত্রতা হইতে রক্ষাও করিতে হইবে। আমার ধর্ম্মকন্যারা নিজ নিজ জীবন দিয়া এই সামঞ্জস্যকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলুক। তোমাদিগকে স্নেহের বুকে তুলিয়া লইয়াছি অনেক আশা করিয়া, মৃতপ্রায় আত্মচেতনাহীন পাশ্চাত্য-ভাব-বিমূঢ় জাতির বুকে অমৃত-সঞ্জীবনা জাগাইয়া তুলিবার ভরসা করিয়া। এই কথা তোমরা

ভুলিয়া যাইতে পার না। *** আমি যাহা কিছু লিখিতেছি, ভাবিতেছি আর করিতেছি, সবই একটা দুর্দ্ধর্ষবীর্য্য শক্তিধর মহাজাতি-সৃষ্টির কামনায়।

শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে **মাধবসিং, নোয়াখালী**

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, *** তোমরা চারিটী মেয়ে যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাদের সহরের সবগুলি মেয়েকে চরিত্র সাধনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা করিতে পার। তোমরা তোমাদের স্নেহের বাবামণির * পবিত্রতার আদর্শকে ভালবাসিয়াছ। এই আদর্শকে প্রত্যেক মেয়ের ভিতরে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া তোমাদের এক পরম কর্ত্তব্য জানিও। আমি পুনরায় তোমাদের ওখানে আসিব, যখন দেখিব, তোমাদের চারিজনের আপ্রাণ চেষ্টায় সবগুলি মেয়ে চরিত্র-সাধনায় যত্নবতী হইতেছে। তোমাদের ভগবদুপাসনার নিবিষ্টতার মধ্য দিয়াই তোমাদের এই চেষ্টা সহজে জয়যুক্ত হইবে।

---

* অর্থাৎ পত্র লেখকের।

আজকালকার অনেক মেয়েরা যুবক-বন্ধুদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য একটা অস্বাভাবিক আবেগ অনুভব করিয়া থাকে এবং বন্ধুত্বের অভিনয়ে উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা, লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করে না। ইহা যে কত মেয়ের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে, ইহারা জানে না বলিয়াই এই বিষয়ে এত নিঃশঙ্কা ও নিঃসন্দিগ্ধা। বয়স্ক ছেলেরা সুচতুর চেষ্টায় ধীরে ধীরে কি করিয়া সরল মতি সুকুমারী কিশোরীর মনের ভিতরে দুর্দ্দমনীয় লালসাকে জাগরিত করিয়া থাকে, অচতুরা মেয়েরা তাহা বুঝিতে ত' পারেই না, কল্পনাও করিতে সমর্থা হয় না। মেয়েরা ত' তুচ্ছ কথা, মেয়েদের মা-বাপেরা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে ব্যাপারটীকে ধরিতে পারেন না। এই জন্যই প্রত্যেক কুমারী মেয়ের মনের ভিতরে সতীত্ব সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা এবং এই আদর্শ রক্ষা-কল্পে সতর্কতা, রুচি এবং উদ্যম সৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই মহাকার্য্য সাধনে আমি তোমাদের মত পবিত্রচেতা কন্যাদেরই সাহায্য চাহি। আমি নিজে যদি স্ত্রীদেহধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে এ কার্য্য একাকীই সাধন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দেহটা স্ত্রীলোকের নহে। এই জন্যই তোমাদেরই উপরে এই পবিত্র কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা তোমাদের উপরে অর্পিত গুরু-কর্ত্তব্য পালনের সম্পূর্ণ উপযুক্তা বলিয়া নিজেদিগকে প্রমাণিতা করিবে।

পুরুষ-বন্ধুরা যখন অনূঢ়া কিশোরীর নিকটে প্রেম-নিবেদন সম্ভার লইয়া আসে, তখন তাহারা একথা জানিয়াই অগ্রসর হয় যে, মানুষের মনের ভিতরে যে সকল সুপ্ত প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া

রহিয়াছে, তাহাদিগকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিবার উপায় কি। তুমি যাহার ব্যবহার ও ফলাফল জান না, এমন উপায় তাহারা অবলম্বন করিতে পারে। বাহ্যতঃ যে ব্যবহারে দোষ তেমন লক্ষিত হয় না, তেমন ব্যবহার তাহারা করিতে পারে এবং তাহারই মধ্য দিয়া তোমার ভিতরে পাপ-প্রবৃত্তির প্রচণ্ড তাড়না সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। লোকতঃ যেরূপ আলাপ-আলোচনায় বিশেষ কোনও অপরাধ ধরা পড়ে না, তেমন কথোপকথনের দ্বারাই তাহারা তোমার ভিতরে লালসার উত্তেজনা ঘটাইতে পারে। এই বিষয়ে পুরুষেরা মেয়েদের তুলনায় অনেক সবল। যুবক বন্ধুটীর বয়স এবং অভিজ্ঞতা কিশোরী বান্ধবীটীর চাইতে প্রায় সকল সময়েই অধিক হয় বলিয়া এই বিষয়ে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা নিতান্তই দুর্ব্বলা ও অসহায়া। দুর্ব্বলা বলিলে মেয়েরা চটিবে, কিন্তু সত্যই তারা দুর্ব্বলা। কাহাকেও ভাল লাগিবার পরে মেয়েরা সাধারণতঃ তার প্রতি এত অন্ধ-অনুরক্তি-সম্পন্ন হইয়া যায় যে, পরিশেষে তার অন্যায় আচরণগুলিকেও অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না, মনে করিতে চাহে না। কৌমার্য্যের সরলতায় দাঁড়াইয়া তখন মেয়েরা চতুর বন্ধুর সুকৌশলী ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করিতে পারে না। যতই সবলা বলিয়া তাহারা গর্ব্ব করুক, পুরুষ-বন্ধুর বাহু-বন্ধন মুক্ত করিয়া ছুটিয়া যাইবার শক্তি তখন তাহাদের আর হয় না। চতুর পুরুষ-বন্ধুর একটী গুপ্ত চাল নিমেষ-মধ্যে হয়ত দৃঢ়চরণা মেয়েটীকেও ভূপতিতা করে।

এই কথা মেয়েদের জানিবার প্রয়োজন আছে, ভাবিবার প্রয়োজন আছে। মেয়েদিগকে জানাইবার ও ভাবাইবার দায়িত্ব তোমাদের

স্কন্ধেই পড়িয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের হয়ত একজন মনীষীর মনেও যে কথাটী জাগে নাই, আমি সেই কথাটীই একযুগ ধরিয়া ভাবিয়াছি এবং নিজ সাধনার সিদ্ধিরূপে তোমাদের মত মেয়েদিগকে নিজ ধর্ম্মকন্যারূপে পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে পাইয়াই খালাস, তোমরা কিন্তু আমার ভাবকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী করিবার পূর্ব্বে খালাস পাইবে না। You are my children, you are to become the missionaries of a great faith. I mean the faith of purity, chastity and honesty. (তোমরা আমার সন্ততি এবং তোমাদিগকে এক সুমহান্ ধর্ম্মের প্রচারিকা হইতে হইবে। সেই ধর্ম্ম হইতেছে, —পবিত্রতার, সতীত্বের এবং সততার।)

শুভাশীষ জানিও। *** ইতি —

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের বাবামণি
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

সন্দ্বীপ, নোয়াখালী
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, *** বিশ্বাসে মানুষ বড় হয়, একথা সত্য। যে বিশ্বাস করে, সেও বড় হয়, যাকে বিশ্বাস করে, সেও বড় হয়। কিন্তু সতর্ক বিশ্বাসই প্রয়োজন। অসতর্ক বিশ্বাস অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। *** কুমারী-জীবনের দায়িত্বের দিক্ দিয়া আমি কতকগুলি কথা বলিব। নিজ কুমারী-জীবনের পবিত্রতার ও নিরাপত্তার দিক হইতে দেখিতে হইলে, অতিবিশ্বাসপ্রবণতা কুমারীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। কুমারীর পক্ষে যুবক-বন্ধুদিগকে নিয়ত অবিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিলেও ক্ষতি, আবার তাহাদিগকে অতিবিশ্বাস করিয়া অসতর্ক থাকিলেও ক্ষতি। অবিশ্বাসের ক্ষতি অপেক্ষা অতিবিশ্বাসের ক্ষতি কম নহে। একটী অল্পবয়স্কা কুমারী বালিকার পক্ষে জানা সম্ভব নহে যে একটী মেয়ের প্রতি একটী পুরুষের কখন কোন্ রকমের ব্যবহার ঘটিলে তাহার ফলে মেয়েটীর মনের মধ্যে কোন্ ভাব উত্তেজিত হইতে পারে, কোন্ প্রবৃত্তি চঞ্চল হইতে পারে। যুবকেরা অধিকাংশ সময়েই সেই বিষয় জানিবার সুযোগ পায়। নারী-পুরুষের ব্যবহার সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাহারা সেই জ্ঞান সঞ্চয় করে। স্ত্রীসঙ্গী পুরুষ বন্ধুদের নিকট হইতে তাহাদের অভিজ্ঞতা শুনিয়াও যুবকেরা এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। সর্ব্বত্র বিচরণের স্বাধীনতা আছে বলিয়া যুবকেরা মেয়েদের চেয়ে এই সব বিষয়ে অনেক বেশী খবর সংগ্রহ করিয়া থাকে। মেয়েদের প্রতি মনের লোলুপতা অনুভব করিবামাত্র ছেলেরা খোঁজ আরম্ভ করে যে, কোন্ প্রকার ব্যবহার করিলে মেয়েটীর মনে নিজের অভিলষিত চপলতা জাগরিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। ফলে একটী কুমারী মেয়ে একটী বুদ্ধিমান্ যুবক-বন্ধুর লালসার দৃষ্টিতে যখন গিয়া পড়ে, তখন যুবক-বন্ধু তার সমস্ত বুদ্ধি ও চতুরতাকে প্রয়োগ করিয়া কুমারীটীর মনে লালসার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা

Collection by Mukherjee TK, Dhanbad

করে। কখনো চক্ষের চাহনি, কখনো ওষ্ঠের কাঁপুনি, কখনো অঙ্গুলীর চালনা, কখনো শরীরের ভঙ্গিমা, কখনো ভাষার গাঁথুনী, কখনো কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য, কখনো বা এই সকলের একত্র সমাবেশ দ্বারা কুমারীর মনে যুবক-বন্ধুটীর জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। আকর্ষণ কিঞ্চিৎ সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যুবক-বন্ধুটী যখন আশ্বাস পায়, তখন একটী আকস্মিক চুম্বন বা ব্যগ্র আলিঙ্গনের দ্বারা সে কুমারীকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করে।

এই জন্যই, যেরূপ বন্ধুতার ফলে কুমারীর মনে যুবক-বন্ধুর প্রতি অত্যুগ্র আকর্ষণ জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেইরূপ বন্ধুতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক কুমারীকে সতর্কতার বজ্রবাণী শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। যে বালিকা প্রেমের কিছু বুঝে না, যুবক-বন্ধুরা সুকৌশলে তার উদরমধ্যে প্রেমের উগ্র মদিরা ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করে। এই মদিরা যথাকালে তাহার শক্তি প্রকাশ আরম্ভ করে। এই মদিরা কুমারীর মস্তিষ্কে বিষম আলোড়ন উপস্থিত করে। এই মদিরা কুমারীর কর্ত্তব্যজ্ঞান লুপ্ত করে। এই মদিরার বিহ্বলতায় কুমারী নিজ বংশের সম্মান ভুলিয়া যায়, নিজের ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায়; জীবনে মহত্তর কোনও কর্ত্তব্য থাকিলে তাহার কথা ভুলিয়া যায়, জীবনে মহৎ কোনও ব্রত থাকিলে তাহাতে অবাধে জলাঞ্জলি দেয়।

কথাগুলি অতিরঞ্জিত নয় মা। নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহাই বলিয়াছি। যে-কোনও মূল্য দিয়া হউক, ভারত-কুমারীর পবিত্রতাকে রক্ষা করিতেই হইবে, প্রিয় ও অপ্রিয় সকল সত্য নির্ভয়ে বলিতে

হইবে। *** আমি জানি, একথা আজ বলিবার প্রয়োজন আছে। *** আর কেহ বলেন নাই ত' আমি বলিব। *** প্রত্যেক কুমারীর অন্তরে আমি একটা সতর্কতার শক্তি জাগাইয়া তুলিতে চাহি।

আমার স্নেহভাজিনী প্রত্যেক কুমারী-কন্যা সম্বন্ধে আমার একটী কড়া আদেশ আছে। তাহা পালন করিবে? যে সকল পানীয়ে মদ্য আছে, মদ্য জাতীয় জিনিষ আছে বা মদ্য জাতীয় জিনিষ না থাকিলেও পানে অন্ততঃ আংশিক মত্ততা জন্মায়, তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না।

মত্ততাকারক বা নিদ্রাজনক পানীয় সেবন করিয়া অনেক মেয়ে নিজেদিগকে আপনার অজ্ঞাতসারে সুকৌশলী লম্পটের হাতের পুতুল করিয়াছে। ***

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। *** ইতি —

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের বাবা
স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমার পত্রখানা পাইয়া বড়ই আনন্দিত

হইলাম। বাবা যদি বিবাহ্ করাইতে চাহেন, বিবাহ্ করিবে। বিবাহ্ করিলেই কেহ পচিয়া যায় না। বিবাহ্ করিয়াও জগতের সেবা করা যায়, ভগবানকে লাভ করা যায়। বিবাহ্ দোষের নহে, কিন্তু যাহারা বিবাহ্ করিবার পূর্ব্বেই বিবাহিত জীবনের সুখ চিন্তা করে, তাহারা প্রকৃতই পচিয়া যায়। এই সব মেয়েকে আমি পচা মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া মনে করি না। তোমরা আমার পচা মেয়ে নহ, বিবাহ যদি কখনও হয় ত' হউক, না হয় ত' না হউক, সেই বিষয় নিয়া তুমি মোটেই মাথা ঘামাইও না। অন্তরের ভিতরে পবিত্রতার ধ্যান জমাও, শুদ্ধ হও, সুন্দর হও, আমার মা হইবার যোগ্যা হও।

শুভাশীষ জানিও, কুশল জানাইও। *** ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

হরি ওম্

রংপুর
২০শে চৈত্র, ১৩৪২

স্নেহাস্পদাসু ঃ—

স্নেহের —, এতদিন পত্র দিতে পারি নাই অনেক কারণে। সেজন্য দুঃখিতা হইও না মা।

আমি আর লিখিয়া লিখিয়া কত সাবধান-বাণী তোমাদিগকে শুনাইব? তোমাদের বুকের ভিতরে যে জ্ঞান-স্বরূপ সদ্গুরু বসিয়া আছেন, নিয়ত তাঁর কাছ হইতেই বাণী সংগ্রহ করিও। তোমরা সদাঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল বলিয়া তোমাদের

সংসার-গ্রহণের কুটিল বিষয়-সমূহ জানা নাই। তাই সামান্য একটু আধটু জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেই হিসাবেই আমি এতদিন তোমাদের নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলিয়াছি। আমি আশা করি, সেই সকল পত্রের কথা মোটের উপর তোমাদের ভিতরে একটা বিচারের শক্তি নিশ্চয় জাগরিত করিয়াছে। আমার কথার চাইতে আমার লেখাকে বেশী দামী মনে করি। কারণ, কথা হয়ত দুইজন একজনকে শুনাইতে পারিব, লেখাগুলি তোমরা যদি তোমাদের সকল বান্ধবীদের সম্মুখে নিয়া উপস্থিত কর, তাহা হইলে তার চাইতে অনেক বেশী জনকে শুনান চলিবে। সেই জন্যই চিঠি লিখিতে আমি আনন্দ অনুভব করি। হয়ত আমার চিঠিগুলি আমাকে চিরকালের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কারণ, তোমাদিগকে যে আমি বাঁচাইতে চাহিয়াছে, ইহা একেবারে অভ্রান্ত সত্য এবং আমি যখন যে চেষ্টাটুকু করিয়াছি, অকপটভাবে করিয়াছি।

তবু চিঠি দিতে পারি নাই। তার জন্য অভিমান করিও না মা। *** সত্য কথা বলিতে কি, কুমারী অবস্থায় পুরুষদের সহিত মেয়েরা খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করুক, ইহা আমি অনুমোদন করি না। অনুমোদন না করিবার প্রধান কারণই এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কুমারী-মেয়েরা ঠিক্ ঠিক্ মত চালাক হইয়া উঠে না। যুবক-বন্ধুরা শুদ্ধ মন লইয়া আসিয়াও ক্রমশঃ কিভাবে মানসিক অশুদ্ধতা সঞ্চয় করে এবং কোন্ অতর্কিত সময়ে কুমারীকে তার মহাব্রত পবিত্রতার মঙ্গলময় পথ

হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা বুঝিবার শক্তি সকল মেয়ের হয় না। অথচ অনেক স্থলে বেটাছেলেদের সহিত বিটিছেলেদের মেলামেশা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

এমতস্থলে তোমাদের মত নিষ্পাপ মেয়েদের লক্ষ্য থাকা উচিত যে, বেটাছেলেরা তোমাদের সহিত মিশিবার কালে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি নিয়া চলে কিনা। যে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি-সম্পন্ন, সে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার দেবীত্বকে অটুট দেখিতেই চাহে। শ্রদ্ধা বা পূজাবুদ্ধি কখনও তোমার দেবীত্বকে নারকীয় পশুত্বে পরিণত করিবে না। তোমার প্রতি যাহার সত্যিকার সম্ভ্রমবোধ রহিয়াছে, সাধারণতঃ তাহার দ্বারা তোমার কোনও নৈতিক অনিষ্ট সহজে হইবে না, এতটুকু আশা করা যায়। সুতরাং প্রকৃত শ্রদ্ধাবুদ্ধি-সম্পন্ন চরিত্রবান্ যুবক সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত না হইলেও চলিতে পারে।

কিন্তু তোমার প্রতি কেহ যে প্রকৃতই শ্রদ্ধাযুক্ত ও পূজাবুদ্ধিসম্পন্ন, তার প্রমাণ কি? মুখে কতকগুলি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিলেই ত' আর তাহা মনে করা যাইবে না। স্ত্রীলোককে হাতের মুঠায় আনিবার জন্য যুগে যুগে পুরুষেরা অনেক স্তুতিগীতি গাহিয়াছে এবং স্ত্রীলোকটীর উপরে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই তার দেবীত্বকে জোর করিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং স্তুতিবাক্যই শ্রদ্ধার পরিচায়ক নহে। আর, পরিচায়ক যদি হইয়াও থাকে, তথাপি কাহারও স্তুতিবাক্য যাহাতে তোমাকে তাহার হাতের মুঠার মধ্যে নিয়া ফেলিতে পারে এবং যাহাতে

তোমার অযোগ্য চিন্তায়, বাক্যে বা কাজে তোমাকে আসক্ত করিতে পারে, এমন সুযোগ তুমি কাহাকেও দিতে পার না। কেহ যদি তোমাকে শ্রদ্ধাই করিয়া থাকে, শ্রদ্ধা সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া করুক। কপট হউক আর অকপট হউক, তাহার শ্রদ্ধা যেন কখনও তোমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে না সাহসী হয়।

পরের মেয়েকে শ্রদ্ধা করিতে পারে কেমন লোকে? যে নিজের ঘরের মেয়েদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রদ্ধানামক চরিত্রোন্নতি-বিধায়ক আশ্চর্য্য বস্তুটীর সহিত পূর্ব্বেই যথেষ্ট পরিচয় স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, নিজের ভগ্নীকে যে শ্রদ্ধা করে, নিজের জননীকে যে শ্রদ্ধা করে। নারীজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা পুরুষেরা সাধারণতঃ নিজ নিজ মায়ের কাছ হইতে সংগ্রহ করে। যে ছেলে নিজ সহোদরাগুলিকে, খুড়তুত, জ্যাঠ্‌তুত, মামাত, পিসতুত ও মাস্‌তুত বোন্‌গুলিকে দেবী জ্ঞান করিতে পারে নাই, সে তোমাকে হঠাৎ দেবী জ্ঞান করিয়া ফেলিবে, ইহা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। বলিতে পার, তোমার ভিতরে বিশেষ কোনও গুণ দর্শন করিয়াই কেহ তোমাকে শ্রদ্ধা করিতেছে, যেই গুণগুলি হয়ত তাহার ভগিনীদের ভিতরে নাই। স্বীকার করিলাম মা, তোমার যে কতকগুলি অপার্থিব সদ্‌গুণ প্রকৃতই রহিয়াছে, সুতরাং তুমি শ্রদ্ধারই উপযুক্তা পাত্রী। কিন্তু একটী স্ত্রীলোককে শ্রদ্ধা করিতে হইলে তাহার মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় গুণই এই যে, সে স্ত্রীলোক, সে জননীর জাতি, সে জগন্মাতার মূর্ত্তিময়ী প্রতীক, সে বিশ্বজননীর প্রতিমা। অপর

দেশের পুরুষ কিজন্য স্ত্রীলোককে শ্রদ্ধা করে, সেই কথা জানিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই তপোভূমি ভারত নারী-মাত্রকেই আদ্যাশক্তি জানিয়া শ্রদ্ধা করে। ইহা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সদ্‌গুণ, অপরাপর সদ্‌গুণাবলী ইহার পরবর্ত্তী সম্মান পাইবার যোগ্য। সুতরাং নিজ জননী, নিজ ভগিনী এবং সম্পর্কীয়া আত্মীয়া রমণীদিগকে প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাহার ভিতরে অল্পমাত্রও কুণ্ঠা, দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আছে, সে তোমাকে কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধা করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়।

নিজের জননীকে যে শ্রদ্ধা করে, কোনও নারীর দেবীত্ব হ্রাস পাইলে সে ব্যথিত হয়। তাই সে নিজে কখনও কোনও আচরণে কোনও মেয়ের মনকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করে না। কোনও মেয়ের মনকে অধোগামী হইতে দেখিলে সে তাহার সঙ্গকে বর্জ্জন করিয়া চলে। জীবন ভরিয়া আমি কত ভাল ছেলে দেখিলাম, কত মন্দ ছেলেও দেখিলাম। কিন্তু কোনও প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ ছেলেকে জ্ঞাতসারে কোনও মেয়ের মনকে অধোগামী করিতে চেষ্টা পাইতে দেখি নাই।

প্রকৃত শ্রদ্ধাহীন কপট পশুরা দেবীকে পিশাচী করে কিন্তু দেবীকে পিশাচী করিবার পরে তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না। পশুরাও পশুত্বকে ঘৃণা করে, শুধু তাহারা নিজের পশুত্বটাকে স্মরণে রাখে না। *** কেহ তোমাকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলে তুমি তারই জন্য একেবারে গলিয়া যাইও না। সমগ্র জগতের শ্রদ্ধার পাত্রী হইবার জন্য তুমি আকাঙ্ক্ষিণী হও। সমগ্র জগতের

পূজা পাইবার যোগ্যতা আহরণে তুমি দৃঢ়সঙ্কল্পা হও।

আমার পত্র একাই পড়িও না। সবগুলি মেয়েকে পড়াইও। আমার কথাগুলি লইয়া কুমারী মেয়েরা তর্ক করুক, আলোচনা করুক। জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম অন্তরে জাগিয়া যথাকালে অন্তরেই তাহাদিগকে বজ্রবাণী প্রদান করিবেন।

শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

জয়গুরু শ্রীগুরু (ঠিকানা ও তারিখ নাই)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা —, সচ্চিন্তাহীন কুমারী-জীবনকে আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি। উপন্যাস ও সিনেমা অধিকাংশ সময়ে মনকে বিপথেই ধাবিত করে। কারণ, কচি যাহাদের মন, তাহারা কদর্য্য বস্তু হইতে সার সংগ্রহ করিবার শক্তি রাখে না। তোমাকে সকল প্রকার অসৎ চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে হইবে এবং সমগ্র অন্তর জুড়িয়া সচ্চিন্তার অমরাবতী সৃষ্টি করিতে হইবে। ভগবানের নাম সর্ব্বদা জপ করিও, ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিও, ভগবানের প্রতি সকল চিত্তবৃত্তিগুলিকে উন্মুখ করিয়া রাখিও। তোমার জীবনের উপরে যদি কাহারও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে যেন তাহা

ভগবানেরই হয়। সর্ব্বতোভাবে তুমি ভগবানের হইয়া যাও, শয়তানের নহে।

শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

ওঁ শ্রীগুরু (ঠিকানা ও তারিখ নাই)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা —, *** কুমারী-জীবনের চেয়ে পবিত্র জীবন আর নাই এবং কুমারী অবস্থায় নিজের চরিত্র রক্ষা করিয়া যে চলিতে পারে, সে সকলের নিকটে জগন্মাতার পূজা পায়। তোমার ভিতরে জগন্মাতা হইবার সামর্থ্য অর্জ্জিত হউক, বর্দ্ধিত হউক। কখনও স্বকীয় লক্ষ্যকে ছোট করিও না। মহা-গৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠ জীবন তোমাকে লাভ করিতে হইবে। বিলাসের স্রোতে যাহারা ভাসিয়া চলে, তাহাদের জীবন হইতে তোমার জীবন শতগুণে যে পৃথক, একথা স্মরণে রাখিবে। কখনও আত্মবিস্মৃতা হইও না। কখনও নিজ-কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিও না।

শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

ওঙ্কার-গুরু (ঠিকানা ও তারিখ নাই)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, *** শ্রীভগবানই তোমার জীবনের আরাধ্য দেবতা হউন। তিনিই হউন তোমার পরম লক্ষ্য, তিনিই হউন তোমার পরমা প্রাপ্তি, তিনিই হউন তোমার পরমা সিদ্ধি। অবিরাম নামের সাধনা দ্বারা তাঁকে আত্মার আত্মাতে পরিণত করিয়া লও, তাঁহাকে জীবনের জীবন করিয়া লও। পরমপ্রেমসুন্দরকে তোমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে প্রাণের প্রাণ কর, হৃদয়ের ধন কর, আপন কর। তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার চিত্ত, তোমার আত্মা একমাত্র তাঁরই সেবায়, তাঁরই ধ্যানে, তাঁকে ভালবাসায়, তাঁতে নিমজ্জিত হওয়াতে পূর্ণ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হউক। সকল জ্ঞান, সকল বুদ্ধি, সকল শক্তি, সকল কর্ম্মকুশলতা তাঁকে দান কর, তাঁকে অর্পণ কর, তাঁতে বিসর্জ্জন দাও। নিজেকে তাঁর কোলের শিশু জানিয়া তাঁহার স্নেহের কোলটী অধিকার কর, নিজেকে তাঁর বুকের ধন জানিয়া, তাঁরই পরমপ্রেমের পাত্রী জানিয়া তাঁর অপার প্রেমখনি গভীর বুকের মাঝে ঢালিয়া দও। তোমার বক্ষ-স্পন্দন তাঁরই বক্ষস্পন্দনে চলুক। তোমার শ্বাসবায়ু তাঁরই শ্বাসধ্বনিতে বাজুক। জানিও, তাঁর সঙ্গে তোমার অনন্তকোটি প্রেমের বন্ধন, তিনিই তোমার জন্মজন্মান্তরের ভালবাসার ধন, তিনিই তোমার সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ।

এইরূপ চিন্তাই কামদমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিশ্বাস কর এবং বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য কর।

জানিও, তাঁকে দিয়া তোমার পূর্ণতা, তোমাকে দিয়া তাঁরও পূর্ণতা। তাঁকে দিয়া তোমার পরিতৃপ্তি, তোমাকে দিয়া তাঁরও পরিতৃপ্তি। তুমি তাঁর, তিনি তোমার। তুমি তাঁর সর্ব্বস্ব-ধন, তিনি তোমার সর্ব্বস্ব-ধন। তুমি হও তাঁর প্রেমে পাগল, তিনিও হইবেন তোমার প্রেমে পাগল।

"ভালবাসতে যদি হয়
তাঁরেই শুধু ভালবাস
যে জন প্রেমময়।"

(অশ্বিনী কুমার দত্ত)

অন্তরে তোমার প্রেমের সম্পদকে দিনের পর দিন সমৃদ্ধ করিয়া তোল। তাঁর কোলে তোমার স্থান হউক, তোমার কোলে তাঁর স্থান হউক।

কামদমনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

নামে-প্রেমে মাখামাখি করিয়া তুমি উপাসক ও তিনি উপাস্য, উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাও। তোমার সহিত তোমার পরমপ্রভুর প্রাণে প্রাণে মিলন হউক। মনে জ্ঞানে তোমার সহিত তোমার সর্ব্বেশ্বরের অভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হউক। ধরণী স্বর্গ হউক, পাপতাপ দূরে যাউক, হৃদয়ের প্রেমপিপাসার পরিতৃপ্তি হউক,

কাম-লালসা নির্ব্বাসিত হউক, জ্ঞানের নয়ন ফুটিয়া উঠুক, তোমার জন্মকর্ম্ম সার্থক হউক।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

ওঙ্কার-গুরু

কুমিল্লা
১লা বৈশাখ, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, নববর্ষের স্নেহাশীষ জানিও। বৎসরের প্রথম দিনের প্রথম চিঠিখানা তোমাকে লিখিব বলিয়াই, এই কয়দিন চুপ্ করিয়া ছিলাম। এতদিন চিঠি না লিখিবার ইহাই প্রধান কারণ। আর একটী অপ্রধান কারণও ছিল। তাহা এই যে, রংপুর হইতে শেষ রাত্রে রওনা হইয়া সেদিন সন্ধ্যায় পৌছিলাম যশোহর, মটর-বাস রিজার্ভ করিয়া রাত্র এগারটায় পৌছিলাম মাগুরা, রাত্র একটায় রওনা হইয়া প্রাতে নয়টায় পৌছিলাম কামারখালী ঘাট, সাড়ে বারোটায় পৌছিলাম রাজবাড়ী, সমস্ত রাত্রি গোয়ালন্দঘাটে স্টীমারে যাপন করিয়া এবং পরের দিন সারাদিন ও অর্দ্ধেক রাত্রি স্টীমার ও রেলপথে কাটাইয়া তবে কুমিল্লা পৌছিয়াছি। এমন অবিশ্রান্ত ভ্রমণের জীবনে চিঠি লিখিবার অবসর কোথায় মা?

তবু পথে পথে কত চিঠি লিখিয়াছি। তবে তোমাকে লিখি নাই। কারণ, নববর্ষের প্রথম চিঠিখানা তোমাকেই লিখিতে হইবে। নূতন বৎসরের প্রথম চিন্তাটি আমার প্রাণের পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্যস্বরূপিণী মাতৃজাতিকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করুক, এই আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল। আমার এই নববর্ষের লিপিকা তোমাকেও নারীজাতির সম্বন্ধে ধ্যানপরায়ণা করুক, ইহাই আমি কামনা করি।

তোমাদিগকে আমি জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছি। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত সুন্দর ও অনাঘ্রাত তোমাদের সম্পর্কে কথা কতই কহিয়াছি। আজ কিন্তু মা তোমাদের কথা কহিব না। আজ কহিব শুধু তাহাদেরই কথা, যাহারা পথ ভুলিয়াছে, দিগ্‌ভ্রান্তা হইয়াছে, বিপথে চলিয়াছে এবং পরে আত্মগ্লানিতে অন্তর্দ্দাহ অনুভব করিতেছে।

দুর্ভাগা দেশ, কত কন্যাকে কুশিক্ষা দিয়াছে এবং নিজেদের কন্যাদের চিরজীবনের সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে। সেই শান্তি-বঞ্চিতা হতাশাখিন্না দুর্ব্বলা মেয়েদের কথাই আজ বলিব।

ইহারা জানে, কোন্ কদভ্যাস ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধিয়াছে, কোন্ কুসঙ্গ ইহাদের মাথা খাইয়াছে। ইহারা জানে, কেন ইহাদের স্বাস্থ্য নাই, সৌন্দর্য্য নাই, মনের ভিতরে উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই। ইহারা জানে কেন ইহারা দেবী না হইয়া পিশাচী হইল। কিন্তু তবু কুসঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছে না, কদর্য্য অভ্যাস বর্জ্জনে সমর্থা হইতেছে না, পাপের প্রলোভনকে কুলার-বাতাস দিয়া বিদায় করিতে পারিতেছে না।

এইরূপ মেয়েদিগকে আজ রক্ষা করিতে হইবে। ইহাদের সংখ্যা আজ বড় কম নহে। ইহাদিগকে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে আজ টানিয়া তুলিতে না পারিলে, ভারতের ভবিষ্যৎ খুব মঙ্গলপূর্ণ হইবে না।

স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধ করি না, স্ত্রীশিক্ষার সাথেও লড়াই দিতে চাহি না। কিন্তু অনভ্যস্ত স্বাধীনতা অনেককে বিশৃঙ্খলতার দিকে টানিয়া নিয়াছে, আদর্শবর্জ্জিত শিক্ষা অনেকের মেরুদণ্ডে ঘুণের বাসা বসাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কয় জনকে পারা যায়, সংযম ও সদাচারের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। ভুল যে করিয়াছে, তাহাকে ভুলত্রুটী সংশোধনের জন্য প্রেরণা দিতে হইবে।

কেন সে তার দেহের শ্রী ও মনের বল হারাইল, একথা আর কেহ অনুমান করিতে পারুক আর না পারুক, সে কিন্তু ভালরূপেই জানে। প্রথমে যাহা বুঝিতে পারে নাই, আজ তাহা বুঝে। প্রথমে যে অমঙ্গলকে চিনিতে পারে নাই, আজ তাকে চিনে। চিনিয়াও যে সে নিজেকে সামলাইয়া লয় না, জানিয়াও যে সে নিজেকে বাঁচাইতে প্রয়াস পায় না, ইহাই তাহার সব চেয়ে বড় দুর্দ্দৈব। তোমাদের হাতে সুযোগ যদি থাকে, তোমরা এই সকল অ-কুমারী কুমারীদের এই দুর্দ্দৈব ঘুচাইবার জন্য একবার চেষ্টা কর।

আমি যদি রমণী হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, ঘরে ঘরে গিয়া কুমারী মেয়েগুলিকে টানিয়া আনিয়া আমার স্নেহের বুকের স্পর্শ দিতাম, আমার হৃৎস্পন্দনের তাল শুনাইতাম, আমার শ্বাসের ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের শ্বাস মিলাইতাম, তারপরে আমার শিরায় শিরায়

শোণিত-প্রবাহ যে রুদ্রনর্ত্তনে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদিগকে সেই শিব-তাণ্ডব শিখাইতাম। দুর্ভাগ্য, আমি পুরুষ-দেহ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছি। তাই ছেলেদের ঠাকুর হইয়াই রহিলাম, মেয়েদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মেয়েদের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া তাদের প্রাণে নিজের প্রাণকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলাম না।

কিন্তু, মুখজোড়া গোঁফদাঁড়ি আমাকে বাংলার কুমারী মেয়েদের কাছ হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিলেও, তোমাদের ত' মা মুখজোড়া গোঁফও নাই, দাঁড়িও নাই। তোমাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবে কে, আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিণী হইয়া তোমরা ছুটিয়া যাও ইহাদের প্রাণে আশার বাতি জ্বালাইয়া দিতে আকাঙ্ক্ষার আবেগ সৃষ্টি করিতে, পথবিভ্রম ঘুচাইতে। পুরুষেরা ভুল করিলেও আত্মসংশোধনের পথ পায়, আর মেয়েরাই কি চিরকাল অলক্ষিত ভুলের কাছে ক্রীতদাসী হইয়া থাকিবে? কুশিক্ষার দোষে, বিলাসিতার আবর্ত্তে পড়িয়া বা অভিভাবকের ঔদাসীন্যে যদি কোনও কুমারী অকুমারীর কাজ করিয়া অনুতপ্তা হইয়া থাকে, স্নেহের আহ্বানে তাকে নিকট করিতে হইবে, ব্রহ্মবজ্রানলে তার অন্তরের পাপকে দগ্ধ করিতে হইবে, তাকে দেবীত্বলাভে পুনরুৎসাহ প্রদান করিতে হইবে, —এই কাজের ভার মা তোমাদেরই উপরে।

কৃত্রিম সভ্যতা মেয়েগুলির ক্ষুধাকে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়াইয়াছে, তৃষ্ণাকে অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করিতেছে। বিষ্ঠার ক্রিমিকীটের ক্ষুধাতৃষ্ণা আজ মানুষের বাচ্চার পেটের ভিতরে স্থান লইয়াছে। শূকরীর সুখকে মানব-কুমারীরা প্রকৃত

সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। এই অস্বাভাবিক ক্ষুধাকে কুমারীর মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। আজ নববর্ষে, আমার যাহারা স্নেহের দুলালী, তাহারা ভারতের কুমারী-মন হইতে এই কৃত্রিম ও জঘন্য ক্ষুধাকে, এই অনুচিত ও বর্ব্বর লালসাকে দূরীভূত করিবার সঙ্কল্প ও ব্রত গ্রহণ কর।

যাহারা অমূল্য কিছু হারাইয়াছে, বজ্রকণ্ঠে প্রচার কর, পুনরায় তারা তাদের হারানো নিধি ফিরিয়া পাইবে। বলং বলং ব্রহ্মবলং। জ্ঞানের অনল পাপের আবিলতাকে ধ্বংস করিবে, প্রণষ্ট জীবনকে পুনরায় সুগঠিত করিবে। ভুলভ্রান্তির জন্য চির-নরক-ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বরূপানন্দ আবির্ভূত হয় নাই, ভুলভ্রান্তিতে প্রতপ্তুতনু-মন দুঃখী ও দুঃখিণীদিগকে ব্রহ্মবলে পুনঃশুদ্ধ পুনঃপবিত্র করিয়া লইয়া জগতের সেবার অধিকার প্রদানের জন্যই আমি আসিয়াছি। সকলের মন হইতে হতাশাকে দুর কর, অবসন্নতাকে নির্ব্বাসিত কর, বিশ্বাসের জ্যোতি বিকীর্ণ কর।

এই পত্রখানার অনুলিপি করিয়া আমার সবগুলি ধর্ম্মকন্যার নিকটে প্রেরণ করিবে। গতকল্য হইতে কুমিল্লা ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। সারাদিন লোকের ভিড়েও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হয়। দশ বারো দিন বক্তৃতা চলিবে। ইতিমধ্যে আর পত্র দিতে পারিব কি না, বলা কঠিন। আমরা কুশলে আছি। তোমাদের সকলের কুশল জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

ওঙ্কার গুরু

ফেণী, নোয়াখালী
১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

কুমিল্লার বক্তৃতা শেষ হইয়াছে। সবচেয়ে সুখের বিষয় এই যে, যদিও আমি স্ত্রীলোকদের পৃথক্ সভা করি নাই, তথাপি প্রত্যহ কয়েকশত করিয়া মহিলাও আসিয়াছেন এবং এই বক্তৃতার ফল কুমারীদের মনকেও স্পর্শ করিয়াছে। কুমিল্লার দুইটি সুশিক্ষিতা কুমারী মেয়ে যেভাবে আসিয়া হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইল, দেখিয়া আমি মুগ্ধও হইলাম, অবাক্ও হইলাম। উন্নত চিন্তাগুলি দেশ তার কুমারীগুলিকে দিতেছে না, দিলে জানি দেশ এই পঞ্চাশ বৎসরে কোন্ স্থানে উঠিয়া দাঁড়াইত। যত নীচ চিন্তা, যত কলুষিত আদর্শ আধুনিকী কুমারীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার মধ্যেও যে দুই চারিজন কুমারী উন্নত সংস্কার লইয়া চলিতে পারিতেছে, তাহা শুধু ভারত-ভাগ্য-বিধাতার অসীম করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কেন দেশের কুমারীদের অতি দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে? বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই কেন তাহাদের মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া যাইতেছে? কেন তাহারা দিন দিন দুর্ব্বলা ও বদ্‌মেজাজি হইতেছে? কেন স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহাদিগকে রাহুগ্রহের মত গ্রাস করিতেছে? কেন তাহাদের প্রথম যৌবনের উন্মেষ-কালেই পাউডার-পমেড মাখিয়া সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতে হয়?

কে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি হরণ করিল? কে তাহাদিগকে অকাল-বার্দ্ধক্যের গুরুভারে কাতর করিল? কেন তারা অসময়ে জরায়ুঘটিত নানা অসুবিধায় ক্লিষ্ট হইল? —এই প্রশ্নগুলির কি একটা জবাব খুঁজিয়া পাওয়া দরকার নয়?

আগেকার মেয়েরা আজকালকার মেয়েদের চাইতে শিক্ষায়, বিদ্যায়, শিল্পে, সঙ্গীতে সকল প্রকারে নিকৃষ্টা ছিলেন। কিন্তু এই সব দোষ ও অসম্পূর্ণতা তাঁহাদের মধ্যে কম দেখা যাইত। কিন্তু আজ এসব এত প্রাচুর্য্যে আসিল কোথা হইতে?

অতীতের প্রশংসা করিলে অনেকের প্রাণে ব্যথা লাগে। কিন্তু সত্য কথা না বলিয়া উপায় কি? বিশেষতঃ বাংলার তথা ভারতের নারীজাতি যখন মৃত্যুপথে চলিয়াছে।

আগেকার মেয়েরা কি সূর্য্যোদয়ের পরেও বিছানায় পড়িয়া থাকিত? আগেকার মেয়েরা কি উপন্যাস পড়িয়া দিন কাটাইত? আধুনিক কালের মেয়েদের মত আগেকার দিনের মেয়েদের কৃত্রিম ক্ষুধা ও চ'খের তৃষ্ণা কি কদর্য্য সাহিত্য, কলুষিত কবিতা ও অশ্লীল চিত্রাবলীর দ্বারা বাড়াইয়া দিবার কোনও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা ছিল? এখন চিত্রে ও নাট্যে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে পদ্ধতিবদ্ধভাবে তাহা বাড়াইবার সুব্যবস্থা হইয়াছে। কেন মেয়েদের সর্ব্বনাশ হইবে না?

মন দেহের রাজা। কদর্য্য সাহিত্য এই মনকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে। দেহ আর কতক্ষণ টিকিয়া থাকিবে?

সুখের নেশা মেয়েদের পাইয়া বসিয়াছে। বাহিরে যদি সেই সুখ-কামনা পরিতৃপ্ত করিবার পথ নাও থাকে, মনে মনে

পাপবাসনার চিত্র-সম্ভোগ করিতে কে বারণ করিবে? এই কদর্য্য চিন্তাপ্রবণতাতেই সাধারণতঃ বাংলার কুমারীদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে।

নীচ সুখে যার মন মজিয়াছে, তাহাকে আত্মসংযম শিখাইবে কে? নীচ বৃত্তিগুলি ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর মত হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। কে কাহাকে বুঝাইবে যে বাঁচিবার পথ কি? মরণ-লোভাতুরা যে রমণী পাপচিন্তায় ডোবে, তাকে টানিয়া তুলিবে কে?

দেহের যেমন সংযম আবশ্যক, মনেরও তেমন আবশ্যক। দেহকে পাপকার্য্য হইতে বিরত রাখিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল, তাহা নহে, মনকেও পাপ হইতে দূরে নিতে হইবে, মনকেও লালসার ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। দেহ ও মন উভয়ই যাহার পাপবাসনার ঊর্দ্ধে অবস্থান করে, পূর্ণ সংযমী বা প্রকৃত সংযমী তাহাকেই বলিব। সংযমের সহিত স্বাস্থ্যের নিত্যসম্বন্ধ, সংযমের সহিত সৌন্দর্য্যের চিরকুটুম্বিতা। পবিত্রতাই সৌন্দর্য্যের প্রসূতি, অপবিত্রতাই অস্বাস্থ্য ও লাবণ্যহীনতার ধাত্রী।

আজ তোমরা সুন্দর হও, আজ তোমরা মধুর হও, আজ তোমরা স্বাস্থ্যবতী হও। একা তোমাকে এই কথাগুলি বলিতেছি না, সমগ্র ভারতের সকল কুমারীর নিকটে ইহাই আমার বাণী, ইহাই আমার অনুনয়, ইহাই আমার সকরুণ মিনতি। লম্পট-পুরুষকে পাউডার পমেড দিয়া ভুলাইতে যাইও না, পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে লম্পটের মনকেও পাপমুক্ত কর। তোমাদের মুখশ্রীতে তোমাদের পবিত্রচিন্তার পরিচয় ফুটিয়া উঠুক, তোমাদের শুদ্ধ দৃষ্টি জগৎকে নিষ্কলুষ করুক।

ক্ষণসুখে যাহারা মজিল, তাহারা যে চিরসুখকে ভুলিল। অনিত্য সুখের লোভ যাহারা করিল, তাহারা যে নিত্যসুখ হইতে বঞ্চিত রহিল! লালসার দাসী হইও না, বাসনার সেবা করিও না, দেহকে সুখলোভের কাছে বিকাইয়া ফেলিও না, মনকে কুবুদ্ধির হাতের পুতুল করিয়া দিও না।

যে মেয়ের উপন্যাস-পাঠে রুচি, সিনেমা দর্শনে রুচি, সে মেয়ের মন দীর্ঘকাল শুচি থাকিতে পারে না। মনের শুচিতা হারাইলে মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি?

উৎসবের উজ্জ্বল আলোকেই কত কুমারীর জীবন চির অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে। সুখমোহের ফেনিল উচ্ছ্বাসে কত কুমারীর অস্তিত্ব চিরদুঃখভারাক্রান্ত হইতেছে। কে তাহাকে এই কথা বুঝায়? কেই বা এই কথা বুঝিতে চায়? মুক্তি কে চাহে? দেহকে অভ্যাসের দাস হইতে মুক্ত করিতে কে চাহে? মনকে নীচচিন্তার কবল হইতে উদ্ধার করিতে কে উৎসাহিনী?

যাহারা উৎসাহিনী, তাহারাই আমার পূজার সামগ্রী। অতীত তাহাদের ভাল কি মন্দ, সেই বিচার আমি তুলিব না। কুশিক্ষা তাহাদিগকে কত নীচে নিতে পারিয়াছে, সেই বিতর্ক আমি তুলিব না। দেশের বহু কুমারী বয়স্কা মেয়ে আজও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিতেছে, একথা আমি জানি। জীবন গড়িয়া তুলিতে যাহারা চাহে, তাহাদিগকে সহায়তা দিতে হইবে। আঘ্রাতা বা অনাঘ্রাতা প্রত্যেকের জন্য পবিত্রতার পথ খোলা রহিয়াছে। আঘ্রাতা কুমারীকে ব্যর্থ অতীত ভুলাইয়া দিতে হইবে, স্নেহ-পরশে আপন করিয়া লইয়া নববলে বলীয়সী করিয়া চিরমঙ্গলময় পথে

চলিতে শিখাইতে হইবে। অনাঘ্রাতা কুমারীকে ভবিষ্যতে সকল পতন-সম্ভাবনা হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া জীবন-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিতে হইবে। অলস কল্পনা সকলের মন হইতে আজ নির্ব্বাসিত হউক, বৃথা-কর্ম্ম সকলে সযত্নে পরিহার করুক।

মনের আবেগে অনেক কথাই বলিলাম। মেয়েদের ভিতরে কাজ করিবার সময়ে এসকল কথা তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। *** শুভাশীষ জানিও। ইতি —

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

ওঙ্কার গুরু

গোঁসাইপুর, ত্রিপুরা *
২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা, — তোমার পত্রখানা রংপুর, কুমিল্লা, ফেণী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি বহুস্থান ঘুরিয়া তবে আমার হাতে পৌছিয়াছে। পত্রাদি পথের ঠিকানায় না দিয়া সোজা আশ্রমের ঠিকানায় দিলেই আমি দ্রুত পাই। যেখানেই থাকি, আশ্রম হইতে পত্র আমার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

কুমারী-অবস্থায় বিবাহিত জীবনের চিন্তা বাস্তবিকই ক্ষতি-

---

* তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলাকে ত্রিপুরা জেলা বলা হইত।

জনক। আমি চাহিনা যে, আমার একটী কুমারী-কন্যাও বিবাহিত জীবনের সুখ-সম্ভোগাদির চিন্তা করুক, আলোচনা করুক। নিন্দা ও সমালোচনার ছলেও তাহারা বিবাহিত জীবনের গোপনীয় অংশের চর্চ্চা করুক, ইহা আমি অপছন্দ করি। যে যেই বিষয়ে চর্চ্চা করে, নিন্দাচ্ছলে করিলেও, ক্রমশঃ তার মনে সেই বিষয়ের সংস্কার সঞ্জাত হয়। এই গোপন সংস্কার অতি সঙ্গোপনে তাহার মনে ভোগ-কামনার সৃষ্টি করিতে থাকে। কুমারীর মন সকল প্রকার ভোগের কামনা হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বভাবেই প্রমুক্ত হউক, ইহাই আমি চাহি।

বিবাহিত নরনারীরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ জীবনে কি করে আর কি না করে, সেই বিষয়ে কণামাত্র কৌতূহলও কুমারীর মনে জাগিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিবাহিত হইলে যথাসময়ে সবই সে জানিতে পারিবে। আজ তার সকল কৌতূহলকে দমন করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। নরনারীর গোপন জীবনের ইতিহাস জানিবার চেষ্টা কুমারীর মনকে কলুষিত করে, তার চিত্তের পবিত্রতাকে নাশ করে, তার সংযমের রুচিকে দুর্ব্বলা করে, তার চরিত্র-গঠনের উদ্যমকে শিথিল করে, তার মনের স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে।

তোমার যে সকল বান্ধবীরা সম্প্রতি বিবাহিতা হইয়াছে, তুমি তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের দাম্পত্য জীবনের গুপ্ত কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিও না। এই আগ্রহের ফল তোমার

উপরে ভাল হইবে না। আধুনিক উপন্যাস কুমারীর মনে এই অনুচিত আগ্রহকে অতি ভয়ঙ্কর ভাবে বাড়াইয়া দিতেছে। তার জন্যেই আমি তোমাদের উপন্যাস-পাঠের এত বিরোধী। কেহ তোমার নিকটে দাম্পত্য জীবনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে আসিলে তাহাকে তুমি তোমার প্রকৃত বান্ধবী বলিয়া মনে করিও না। সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমার শত্রু।

যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু গৌরবজনক, তাহারই চিন্তার মধ্যে মনকে তুমি ডুবাইয়া দাও। তাতেই তোমার প্রকৃত মহিমা ফুটিয়া উঠিবে। নিকৃষ্ট ভোগসুখের চিন্তা তোমার প্রকৃত মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবে।

জীবনের ইহা সন্ধিক্ষণ, অতি সঙ্কট-সঙ্কুল এই সময়। এসময়ে নিজেকে ধূলা-বালু হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, দেহ ও মনের সকল কলঙ্ক হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। অন্তরে যখন ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্ব লাগিবে, নিজেকে ত্যাগের পক্ষে নিও। চিত্তে যখন সুমতি ও কুমতির যুদ্ধারম্ভ হইবে, নিজেকে সুমতির শাসনে রাখিও। সংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা যখন দুই দিক হইতে টানিতে চাহিবে, সংযমের সাথে কাঁধ মিশাইও।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। *** ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

ওঙ্কার গুরু চট্টগ্রাম,
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা—, আজ ষোল দিন হয় চট্টগ্রাম আসিয়াছি এবং সম্ভবতঃ জীবনে এই প্রথম বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছি। অবিরাম কঠোর শ্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে, এমন সময়ে বিশ্রামের বড় দরকার ছিল। আর দুই তিন দিন বিশ্রাম লইয়াই পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব। আমার এই বিশ্রাম নানা দিক্ দিয়াই বড় প্রীতিকর হইয়াছে।

কর্ণফুলীর নির্ম্মল বাতাস দিবারাত্রি আমার চোখে মুখে লাগিতেছে। এইরূপ নির্ম্মল বাতাস কবে বাংলার বালক-বালিকার, বাংলার যুবক-যুবতীর মনের গায়ে অবিরাম লাগিবে, ইহাই আমার একমাত্র ধ্যান। সেই জন্যই আমি তোমাকে পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে, কুমারী-জীবনে বিবাহিত জীবনের রহস্য জানিবার কৌতূহলের কোনও প্রয়োজন নাই। দাম্পত্য-জীবনের সকল গূঢ় কথা বিবাহের পরেই সে জানিয়া লইবে।

এই কথার মানে এই নহে যে, মানবের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ থাকুক। অজ্ঞতা দ্বারা কখনও মঙ্গল লাভ করা যায় না। বরং অজ্ঞতাই অধিকাংশ সময়ে পাপ ও অপরাধকে প্রসব করিয়া থাকে। অজ্ঞতা বা মিথ্যা সংবাদের দ্বারা কাহারও মনকে চিরকাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখা যায় না। মানবের জন্ম-

কথার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার দরুণেই অধিকাংশ কুমারী চতুর পুরুষের হাতের পুতুল হয় এবং পরে লজ্জাজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করে। সুতরাং গোপনে বা অবৈধ ভাবে এই জ্ঞান তাহাদের নিকটে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই তাহাদিগকে এই বিষয়ে যতটুকু জানানো আবশ্যক তাহা জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভগবানের সৃষ্টির শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে মেয়েদের কতটুকু অংশ আছে, সেই অংশগ্রহণের দায়িত্ব কত মহৎ ও সুকঠিন, সেই অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন যে কত বড় একটা সাধনা, এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে যখন সে বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিবে, তখন যে সমগ্র পরিবার, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তাহাকে নিজ সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়া গড়িতে হইবে, এই দায়িত্ব-বোধ, এই কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বাহ্নেই জাগাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা হইতে বিরত হইতে আমি বলি নাই বা বলি না।

কিন্তু বিবাহিত জীবনে পুরুষেরা ও নারীরা কিভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানা গুপ্ত ব্যবহারের বিনিময় করে, কিভাবে একের সহিত অপরে বাস করে, সেই সকল সংবাদ জানিবার জন্য কোনও অশুদ্ধ কৌতূহল যাহাতে কুমারী-কন্যার মনে কিছুতেই উদ্দীপিত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া আমি একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।

বিবাহকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া সে জানিতে ও বুঝিতে শিক্ষা করুক। ইহার মধ্য হইতে কদর্য্য ও ঘৃণাজনক সংস্কারকে সে যেন আহরণ করিতে না পারে। তার সম্পর্কে এতটুকু

সতর্কতার আবশ্যকতা আছে। আমার বক্তব্য ইহাই ছিল।

কিন্তু তাহাকে তাহার নিজের দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান করা সঙ্গত। কি করিলে কোন্ অঙ্গের সদ্ব্যবহার হয়, কি করিলে বা অসদ্-ব্যবহার হয়, তাহা তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় এবং যথাসম্ভব পবিত্রভাবে জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শুধু জানাইয়া দিলেও চলিবে না, তাহার মন যাহাতে নিম্ন দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া অবিরাম ঊর্দ্ধদিকে গমনের জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করে, তেমন প্রেরণাও তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। নতুবা এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সকল অবস্থায় তার পক্ষে সম্যক্ মঙ্গলজনক নাও হইতে পারে।

কুমারী-বালিকাদের সহিত যুবকেরা আসিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করে। অজ্ঞ কুমারীরা জানে না, এই বন্ধুত্ব তাহাদিগকে কোথায় টানিয়া নামাইতে পারে। জানে না তাহারা, পুরুষ বন্ধুর আদর তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পতনের কোন্ সীমায় নিয়া উপনীত করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে কুমারীকে নারীদেহের তাৎপর্য্য, নারীশরীরের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদ্ব্যবহারই বা কি ও অসদ্ব্যবহারই বা কি এবং কোন্ সময়ে কোন্ অঙ্গের ব্যবহার ধর্ম্ম ও মঙ্গলকে অতিক্রম করে না, তাহা বুঝাইয়া দিতেই ত' হইবে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নারীর দেহের মধ্যেই ত' জগতের সকল শিশুরা জন্ম নেয়। নারীর জরায়ুর ভিতরেই ত' সকল শিশুরা দশ মাস বৃদ্ধি পায়। যখন পুরুষ এবং নারী বিবাহিত হয় এবং পরস্পরের গভীর প্রেম উভয়কে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে, অত্যন্ত সন্নিকট করে, তখনই শিশু

পিতার শরীর হইতে অতি সূক্ষ্ম আকারে মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে। এতটুকু কথা অতি পবিত্র মুখ হইতে প্রকৃত হিতৈষীর মুখ হইতে প্রত্যেক কুমারীর শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কখনও কখনও চতুর পুরুষেরা আসিয়া কুমারী-মেয়েদের সহিত প্রেমের অভিনয় করে। এই প্রেম প্রকৃত প্রেম নয়। এই প্রেম মিথ্যা প্রেম, অতীব কলুষিত কদর্য্য প্রেম, এই প্রেম ভোগ-লালসার নামান্তর মাত্র। ভুল করিয়া যাহাতে কোনও কুমারী মেয়ে এই মিথ্যা অভিনয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করে, তার জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে, নারী-জীবনের গুপ্ত-মহিমা সম্পর্কেও তাহাকে কিছু জ্ঞানদানের আবশ্যকতা আছে। এই ক্ষেত্রে কুমারী-মেয়েটিকে শিখাইয়া দিবার দরকার আছে যে, বিবাহিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও পুরুষের আদরেই গলিয়া যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য নহে। সেই পুরুষ তরুণই হউক আর বয়স্কই হউক, তাহার স্নেহ-আদরের প্রকাশকে জোর করিয়া একটা গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে, আদরের নাম করিয়া, স্নেহের দোহাই দিয়া সে যেন কুমারীর জীবন-মধ্যে কোন গুপ্ত ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন না আঁকিতে পারে।

কত পুরুষ কুমারী মেয়েদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইতেছে। কত পুরুষ কুমারীদের চরিত্রের প্রতিবাদশক্তিহীন কোমলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের মাথায় লজ্জার পসরা তুলিয়া দিতেছে। ফলে কুমারী মেয়েরাও নিজ দেহের মধ্যে সন্তানের জন্মকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে, বিবাহের পূর্ব্বেই জননী হইতেছে। এর চাইতে

শোচনীয় দুর্গতি স্ত্রীলোকের জীবনে আর কি ঘটিতে পারে? যত স্নেহ বা দরদই প্রদর্শন করুক, কোনও পুরুষকেই অতি ঘনিষ্ঠ হইতে কেন যে দেওয়া যাইতে পারে না, সেই কথা কুমারীকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে।

যে অঙ্গের পথে সন্তান রমণীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং পুনরায় দশ মাস পরে বহিরাগত হয়, সেই অঙ্গকে বিধাতাই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন পূরাদস্তুর গোপন করিয়া। একটী স্ত্রীলোক যদি বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গিনী হইয়াও দাঁড়ায়, তবু তার সেই অঙ্গ বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলের গুণে চক্ষুর অগোচরেই থাকে। কেহ যদি একটী স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ টানিয়া জোর করিয়া খুলিয়া ফেলে, তথাপি, বিধাতা এমন কৌশলেই এই গুপ্ত অঙ্গটীকে গোপনেরও গোপন করিয়া গড়িয়াছেন যে, সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জা না হইলে এবং আক্রমণকারীর হাতে নিজেকে একেবারে অসহায়া করিয়া ছাড়িয়া না দিলে, কখনও নির্দ্দিষ্ট অঙ্গটীর গুপ্ততার পূর্ণ আবরণ ভেদ করা যায় না। তথাপি যখন কত কুমারীর জীবনে মাতৃত্ব লাভ ঘটিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, একদিকে যেমন অজ্ঞতার ফলে অনেক কুমারী বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে, কোন্ কার্য্যের কোন্ ফল, তেমন অপর দিকে অনেক কুমারী পাপ-চরিত্র পুরুষের আদর-সোহাগে ভুলিয়া গিয়া নিজেকে তাহার হাতের পুতুল-রূপে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইতে দিয়াছে। নতুবা এই লজ্জাজনক দুর্ভাগ্য তাহাদের ঘটিত না।

তাই আজ তোমাকেও বলিব, তোমার মত অপরাপর সকল কুমারী মেয়েকেও বলিব, —যত-মৃদু-মধুর বচনই উচ্চারণ করুক

না, যত স্নেহসোহাগময়ী বাণীই শ্রবণ করাক না, কোনও পুরুষেরই কথায় এমন ভাবে গলিয়া যাইও না, যাহাতে তোমার লজ্জার উপরে আঘাত পড়িতে পারে। ইন্দ্রিয়-সুখের পরিতৃপ্তির জন্য কত জনই আসিয়া কত বান্ধবতা দেখাইতে পারে, কিন্তু সাবধান, আত্মহারা হইও না, লজ্জাজনক কোনও ঘনিষ্ঠতাতেই রাজি হইও না। কেহ বা বড় ভাই সাজিবে, কেহ বা দাদার বন্ধু হইয়া আসিবে, কেহ ধর্ম্মোপদেষ্টা-রূপে তোমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কেহ স্বদেশের দুঃখদুর্দ্দশা দূরীকরণের মহাব্রত সাধিবার সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়া তোমার চিত্তজয় করিতে চাহিবে, কিন্তু তুমি টলিও না, তুমি নিজের মঙ্গলপন্থা পরিত্যাগ করিও না। গোপনে কেহ তোমার সাক্ষাৎ চাহিলে, তাহাকে অবিশ্বাস করিও। নিভৃতে কেহ তোমাকে পাইতে চাহিলে, তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিও। নিশীথে কেহ তোমার সান্নিধ্য দাবী করিলে, সে দাবী প্রত্যাখ্যান করিও। তোমার নিদ্রিতাবস্থায় কেহ তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে, তাহার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে অস্বীকৃতা হইও। কেহ তোমাকে চুম্বন করিতে চাহিলে, তাহা তুমি অপমান বলিয়া জ্ঞান করিও। কেহ তোমার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, তাহা তুমি অসম্মান বলিয়া বিবেচনা করিও। কেহ তোমার বুকে হাত দিলে ইহাকে তুমি অত্যাচার বলিয়া বিশ্বাস করিও এবং চুপ করিয়া থাকিও না, নিঃশব্দে এ অত্যাচার সহ্য করিও না। বন্ধুরাই এই যুগে বান্ধবীদের অনিষ্টসাধন করিতেছে। দুর্বৃত্ত দস্যুবৃত্তিধারী লম্পট পাষণ্ড ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া যতগুলি মেয়ের সর্ব্বনাশ করিতেছে, গৃহস্থের গৃহে সম্মানের আসন অধিকার

করিয়া বন্ধু-বান্ধবেরা, শিক্ষক ও উপদেষ্টারা তার চেয়ে শত গুণে অধিক মেয়ের লজ্জাশীলতার উপরে আঘাত হানিতেছে। প্রথম আঘাতে যে মেয়ে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে না, সাহস পাইয়া প্রচ্ছন্ন লম্পট আস্তে আস্তে তার চরম দুর্গতি ঘটাইতেছে, তার সতীত্ব নাশ করিতেছে, তাকে অবৈধ সন্তানের জননী হইতে বাধ্য করিতেছে।

খুব খানিকটা লিখিলাম। আমার এই পত্রটাতে আমি ভাষার শোভনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু উপায় ছিল না।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। *** ইতি —

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

ওঙ্কার গুরু
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

নিত্যশুভান্বিতাসু ঃ—

স্নেহের মা—, কথা ছিল এখানে আসিয়াই তোমাকে পত্র দিব, যদিও এই দুই তিন দিনের জন্য পত্র না দিলেও কোনও চিন্তার কারণ নাই। একদিন সমুদ্র-স্নান করিয়াই ইহার গুণ অনুভব করিতে পারিয়াছি। ***

কুমারী-মেয়েদের সম্পর্কে যুবক বা পুরুষদের সহিত নিষ্প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতার আমি একান্ত বিরোধী। জীবন গঠনের

কালে কুমারীকে প্রাণপণ যত্নে সকল প্রলোভন-সম্ভাবনার অতীতে রাখিয়াই শিক্ষাদানের আমি পক্ষপাতী। যুবক-যুবতীদের একত্র সম্মিলিত শিক্ষা-প্রণালীর প্রকৃত হিতকারিতা সম্পূর্ণরূপে আমার বোধগম্য হয় না। তথাপি, যদি প্রয়োজনক্ষেত্রে কুমারী-মেয়েকে যুবক ও বয়স্ক পুরুষদের সংসর্গে যাইতে হয়, তবে তখন তাহারা কি ভাবে চলিবে, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া লওয়াও কর্ত্তব্য।

ভাল ছেলেরা সর্ব্বদা মেয়েদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখে। মেয়েরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণিত না করে যে, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন, ততক্ষণ ছেলেরা মেয়েদিগকে শ্রদ্ধাও করে, ভয়ও করে। ইহা ছেলেদের একটা স্বাভাবিক প্রকৃতি। মেয়েরা যখন নিজেদের বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা ছেলেদের কাছে নিজেদিগকে নিতান্তই সস্তা বলিয়া পরিচয় দেয়, মাত্র তখনই ছেলেরা মেয়েদিগকে সস্তা মাল বলিয়া গণনা করে। যতক্ষণ মেয়েরা দৃঢ়, ততক্ষণ ছেলেরা মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যখনই মেয়েরা হইল শিথিল, অমনি ছেলেরা হইল শ্রদ্ধাহীন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েরা নিজেদের বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা ছেলেদের পক্ষে সহজলভ্যা হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে ছেলেরা ভয় পায়, শতবার চিন্তা করে কিন্তু যেই মেয়েরা নিজেদিগের আচরণের দ্বারা নিজেদিগকে ছোট করিয়া দিল, অমনি ছেলেরা তাহাদিগকে

খেলার পুতুল বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিল। এতদিন যাহাকে দেবী-প্রতিমা জ্ঞানে ছেলেরা মনে মনে হয়ত শিরোদেশে স্থাপন করিয়া পূজা করিত, মেয়েদের শিথিলতা দর্শনের সাথে সাথে তাহাকে তাহারা অতি নিকৃষ্ট ভোগের সঙ্গিনী করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। যার প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, ভয় আছে, সে তাকে কখনও নীচ লালসার পরিতৃপ্তিতে সঙ্গিনী করিবার চিন্তা করিতে পারে না।

বাচালতার দ্বারা মেয়েরা ছেলেদের শ্রদ্ধা হারায়। তোমার রসিকতা-পূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া ছেলেরা যখন খুব হাসিয়া কাসিয়া তোমার বাক্যের সমর্থন করিতেছে, তখনই হয়ত মনে মনে তোমার নৈতিক আদর্শ কত নীচে রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া তোমার সম্পর্কে শ্রদ্ধাবর্জ্জিত হীন ধারণা পোষণ করিতেছে। তোমার রসিকতা তাহার চখে তোমাকে বড় না করিয়া ছোট করিতেছে; তোমার চরিত্র যে খুব সুন্দর নয়, খুব উন্নত নয়, এইরূপ ধারণা তার জন্মিতেছে; একটা খারাপ কাজে তোমার সহযোগিতা চাহিলে যে হয়ত পাওয়া গেলেও যাইতে পারে, এরূপ সন্দেহ বা প্রত্যাশা তার মনে ছায়াপাত করিতেছে। —এই কথাটী অনেক কুমারীকেই বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

মেয়েদের পক্ষে সঙ্গীত একটা বিরাট অনুশীলনের বস্তু, বিশেষতঃ এই বয়সে। কিন্তু তুমি যেই গানটী গাহিবে, সেই গানটীর নির্ব্বাচনের উপরে-অনেকটা নির্ভর করিবে যে, শ্রোতা

তোমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবে। সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বা সঙ্গীত-শ্রবণ করাইবার কালে গানের রচনার প্রতি যে কতখানি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, তাহা ত', আজকালকার অভিভাবকেরা বিচারেই আনেন না। যে-কোনও একটা গান হইলেই হইল। আবার, নামজাদা লোকের রচনা যদি হয়, তবে ত' কথাই নাই। নামজাদা লোকের কুরুচিপূর্ণ রচনাও এই ভাবে কুমারীদের পবিত্র কণ্ঠে গীত হইতেছে এবং পবিত্রা কুমারীকে শ্রোতার দৃষ্টিতে অপবিত্রা বলিয়া বোধ করাইতেছে। কুমারী মেয়ে যখন কামোদ্দীপক সঙ্গীত গায়, তখন কোন্ ছেলে সেই কুমারীকে পূজার যোগ্যা ও আদর্শ-স্বভাবা বলিয়া জ্ঞান করিবে? মুখে হয়ত সঙ্গীতের শত তারিফ করিয়া যাইবে, কিন্তু মনে মনে এই কুমারীকে অতি সস্তা জিনিষ, অতি পচা মাল বলিয়া বিবেচনা করিতে সে প্রলুব্ধ হইবে। মীরাবাঈয়ের মুখের ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়া মানুষ তার পায়ে লুটাইয়া পড়িত, আর আধুনিক কুমারীদের সঙ্গীত শুনিয়া ছেলেরা তাদের বুকে হাত দিতে চাহে।

কেশ-প্রসাধনের সময়ে, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময়ে, যে সব মেয়ে পুরুষদের উপস্থিতি অপছন্দ করে না, ছেলেরা সেই সব মেয়েদের এই শিথিলতার নিন্দা মুখে না করিলেও মনে মনে সেই মেয়েদিগকে বাজে মাল, পচা মাল, সহজলভ্য সস্তা মাল বলিয়া জ্ঞান করে। স্নানের সময়ে পুরুষেরা সমক্ষে থাকিলে যে সব মেয়েদের লজ্জা হয় না, ছেলেদের সামনে শয়ন করিতে বা নিদ্রা

যাইতে যে সকল মেয়ে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না, ছেলেরা সেই সব মেয়েকে কামতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য তৈরী পানীয় বলিয়া মনে করে, ইহার অধিক সম্মান অন্ততঃ মনে মনে তাহারা এই সব মেয়েদিগকে দিতে সম্মত হয় না। ছেলেদের সহিত ঘেঁশাঘেঁশি ঠেসাঠেসি করিয়া চলিতে বসিতে যাহারা ভালবাসে, ছেলেদের বিছানায় শয়ন করিতে যে সব মেয়ে কুণ্ঠাহীনা হয়, ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করিতে, একাকী তাদের সাথে অবস্থান করিতে, গোপনে তাদের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করিতে যে সকল মেয়ের আপত্তি নাই, ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখিতে, থিয়েটার দেখিতে, কদর্য্য-রুচিমূলক চিত্র প্রদর্শন করিতে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিমূলক উপন্যাসের আলোচনা করিতে, যে সকল মেয়ে সঙ্কোচ বোধ করে না, সেই সকল মেয়েকে যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করিয়া তার সতীত্ব-সম্ভ্রমে হানি ঘটাইতে ছেলেরাও তেমন বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অনেক মেয়ে হুজুগের মোহে, ফ্যাসানের দায়ে পড়িয়া কোনও প্রকার মন্দবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিতা না হইয়াই হয়ত এরূপ অসতর্ক-জীবন যাপন করে, কিন্তু তাহাদের মন যাহাই হউক, তাদের বাহিরের ব্যবহার ছেলেদের মনের পশুগুলিকে বারংবার সাহস প্রদান করে এবং অন্তরের হিংস্র পশুগুলি যখন ছেলেদিগকে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনোদ্যত দস্যুতে পরিণত করে, তখন আর মেয়েরা শত বাধা দিয়াও নিজেদের সম্মান বাঁচাইতে পারে না।

নারীহরণের গল্প, মেয়ে ফুসলানর গল্প, গণিকা-গৃহের গল্প, প্রণয়-মূলক কাহিনী যদি মেয়েরা নিজেদের সমক্ষে আলোচনা করিতে ছেলেদিগকে স্বাধীনতা দেয়, তবে কেন ছেলেদের সাহস বাড়িয়া যাইবে না? হাতে ধরিতে, কেশস্পর্শ করিতে, আঁচলে হস্তার্পণ করিতে যদি মেয়েরা ছেলেদিগকে স্বাধীনতা দেয়, তবে কেন ছেলেদের ভিতরের পশু উচ্ছৃঙ্খল হইতে চাহিবে না? ছেলেরা যখন মেয়েদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা দেখাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তখন সেই আতিশয্যকে যদি মেয়েরাই নিজেদের চরিত্রের গম্ভীরতা ও তেজস্বিতা দিয়া স্তব্ধ করিয়া না দেয়, তবে কেন ছেলেরা অতি-বাড় বাড়িয়া যাইবে না? অঙ্কুরেই যদি মেয়েরা অসম্মানকে বা অসম্মানের সম্ভাবনাকে বজ্রদৃষ্টিতে দগ্ধ করিয়া দিতে না পারে, তবে পরে আর ছেলেদের অন্যায়-চেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসের জোরে?

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনুচিত ভাবে নগ্ন করিয়া দিয়া জগতের কখনও কোনও রমণী পুরুষদের শ্রদ্ধার পাত্রী হয় নাই। যে ভাবে মেয়েরা চলিলে ছেলেদের যৌবন-ক্ষুধাই বর্দ্ধিত হয়, সে ভাবে চলিয়া কোনও মেয়ে জগতের কোনও ছেলের নিকট দেবী-শ্রদ্ধা পায় নাই। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে অনেক ভাল মেয়ে সহজেই সংযত হইয়া যাইবে। ইহারা বুদ্ধিহীনা নহে, কিন্তু শিক্ষাহীনা।

শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। আগামীকল্যই আমি চট্টগ্রাম গিয়া

পৌঁছিতে না পারিলে পরশ্বই পৌঁছিব এবং তারপর দুই একদিনের মধ্যেই পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইব। আমার জিনিষ-পত্র সব গুছাইয়া রাখিও। কুশলে আছি। তোমাদের কুশল হউক। জীবনে যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছ, ভারতের নারীজাতির চরিত্রোন্নতি ও অপরাপর সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনের ভিতর দিয়া তোমার সেই ব্রত পরিপূর্ণ সার্থকতা সহকারে উদ্‌যাপিত হউক। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)